শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

সংখ্যা ৯

বাউবি পরিক্রমা

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ▪ ১ জানুয়ারি ২০২৩ - ৩০ জুন ২০২৩

বাউবির দীক্ষা: সবার জন্য উন্মুক্ত কর্মমুখী, গণমুখী ও জীবনব্যাপী শিক্ষা

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সাহাবুদ্দিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় বাউবি উপাচার্যের অভিনন্দন

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন নিযুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার। এক অভিনন্দন বার্তায় তিনি বলেন, "বাউবির আচার্য হিসেবে আপনাকে পেয়ে আমরা আনন্দিত। বাংলাদেশের সার্বিক অগ্রগতিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি পথপ্রদর্শক হিসেবে বিশেষ ভূমিকা রাখবেন বলে আমি মনে করি। এছাড়াও দেশের উচ্চশিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে আমাদের দিকনির্দেশনা প্রদানসহ সকল প্রেরণার উৎস ও অগ্রদূত হিসেবে ভূমিকা রাখবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।"

বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, দুর্নীতি দমন কমিশনের সাবেক কমিশনার জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন একজন বহুমাত্রিক প্রভিভার অধিকারী এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এঁর আদর্শ ও দর্শনে বিশ্বাসী সজ্জন একজন মানুষ। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সংঘটিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এঁর হত্যাকাণ্ডের পর তিন (০৩) বছর কারাবরণ করেন। জেল থেকে বের হয়ে তিনি পড়াশোনা শেষ করে যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে বিসিএস জুডিসিয়াল সার্ভিসে যুক্ত হন। কর্মজীবনে তিনি নিষ্ঠা, দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এক বার্তায় ড. হুমায়ুন আখতার আরও বলেন, এমন একজন সুযোগ্য ব্যক্তি দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় আমরা আনন্দে উদ্বেলিত। আমাদের প্রত্যাশা, একজন দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে রাষ্ট্রের এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে আপনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখবেন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে একজন পথিকৃৎ, দিশারি ও প্রেরণার উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন। আপনার যোগ্য অভিভাবকত্বে দেশে চলমান উন্নয়নের ধারা একটি নতুন মাত্রা পাবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে আরও বলেন, একজন নিবেদিতপ্রাণ, অকুতোভয়, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, দীর্ঘ কর্মময় ও রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্ব দরবারে আপনি বাংলাদেশের সম্মান অটুট রাখবেন। বর্তমান সরকারের উন্নত বাংলাদেশ গড়ার অনবদ্য প্রত্যয়ে আপনার দিকনির্দেশনা আগামীতে বাংলাদেশকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ও আপনার দেশপ্রেম ও আদর্শ অনুসরণ করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখবে। মাননীয় উপাচার্য নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতির দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য ও সার্বিক মঙ্গল কামনা করেন। উল্লেখ্য, ২৪ এপ্রিল, ২০২৩ সোমবার বেলা ১১টায় বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

“শিক্ষা বিস্তারে বিশ্বব্যাপী কাজ করছে বাউবি”

উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার

বঙ্গবন্ধুর সর্বজনীন শিক্ষানীতির আলোকে উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষা সেবা পৌঁছে দিয়ে কর্মমুখী শিক্ষায় দক্ষতা বৃদ্ধি করে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাউবি কাজ করে যাচ্ছে। দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে বাউবির কর্মমুখী শিক্ষা। বাঙালি রেমিটেন্স যোদ্ধাদের জন্য সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, দক্ষিণ কোরিয়া ও ইতালিতে বাউবির স্টাডি সেন্টার চালু করা হয়েছে। বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশি প্রবাসী অথবা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রবাসীরা বাউবির অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে লেখাপড়া করে বিদেশের মাটিতে বসেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছে। শুক্রবার ৩০ জুন ২০২৩; বাউবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতারের দায়িত্ব গ্রহণের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে উপাচার্য বাসভবনে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অভিনন্দন জ্ঞাপন ও সৌজন্য সাক্ষাতকালে সকলের উদ্দেশ্যে তিনি এসব বলেন।

বিশ্বের বিভিন্ন দূতাবাস, প্রবাসী কল্যাণ সংস্থা, প্রবাসী গণ্যমান্য ব্যক্তি, শিক্ষাবিদসহ সকলের সহযোগিতা নিয়ে শিঘ্রই ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বাউবির স্টাডি সেন্টার খোলা হবে। প্রবাসে অবস্থানকারীদের শিক্ষিত আত্মমযার্দাশীল, দক্ষ, কর্মক্ষম ও জীবনযাত্রার মান বাড়াতে তাদের দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাউবি নিড বেইজ প্রোগ্রাম, কোর্স ডিজাইন ও শিডিউল তৈরি করছে। জীবনের তাগিদে লেখাপড়া শেষ না করে অনেকেই বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। আমাদের রেমিটেন্স যোদ্ধারা প্রবাসে অবস্থান করে অর্থনৈতিক উন্নতিতে অবদান রাখছেন। আমরা যদি এসব জনবলকে শিক্ষার সুযোগ দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে টিকে থাকার সুযোগ করে দিতে পারি তাহলে তারা আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে এবং তারাই হবে দেশের দক্ষ জনবল। শিক্ষার্থীরা যাতে স্বাধীনভাবে চিন্তা ও মানসিক বিকাশ ঘটাতে পারে সে জন্য জীবন ঘনিষ্ঠ শিক্ষা অর্জন জরুরি। শিক্ষার গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা উন্নত বিশ্বের মর্যাদায় পৌঁছতে পারব এবং কর্মমুখী শিক্ষায় জ্ঞান সৃজনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ঝুঁকি মোকাবেলা করা সম্ভব। কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে প্রবাস থেকে অধিক রেমিটেন্স অর্জনের মাধ্যমে আমাদের জিডিপি বৃদ্ধি পাবে।

উপাচার্য ইতোমধ্যে বাউবি জেলা, উপজেলা, গ্রামগঞ্জ, দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, তৃতীয় লিঙ্গ, সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের দূরশিক্ষণের মাধ্যমে আলোকিত করতে কাজ করে যাচ্ছেন। বাউবি এসএসসি থেকে পিএইচডি পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রোগ্রাম পরিচালনা করে আসছে।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে সমাজের যে সকল জনগোষ্ঠী শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ বঞ্চিত তাদেরকে NEET (Not in Employment, Education and Training) EARN প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যৌথভাবে কাজ শুরু করেছে। মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ফটোগ্রাফার বাউবির শিক্ষার্থী। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের আমলা থেকে শুরু করে মাঠের কৃষক, শিল্পকারখানার শ্রমিক, নারী, গৃহিণী সবাই আমাদের শিক্ষার্থী। দেশজুড়ে বিস্তৃত ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র, ৮০টি উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র ১,৫৬২টি স্টাডি সেন্টার নিয়ে বিস্তৃত বাউবির কর্মকাণ্ড। ফরমাল, নন-ফরমাল শিক্ষা প্রোগ্রামসহ সব বয়সের সকল পেশার মানুষ নিয়ে বাউবি প্রায় ৯ লাখ শিক্ষার্থীর বৃহৎ এক পরিবার। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা কর্মচারীকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আরও বলেন, তারুণ্য দীপ্ত, প্রযুক্তিনির্ভর, সময়োপযোগী, গতিশীল ও সততা-শুদ্ধতার অনন্য আদর্শিক একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাউবিকে গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।

সবার জন্য উন্মুক্ত -কর্মমুখী, গণমুখী ও জীবনব্যাপী শিক্ষা এই নবতর দীক্ষা নিয়ে বাউবি কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তি যে গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকেও সেই গতিতে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উপযোগী শিক্ষার মানোন্নয়নে এগিয়ে যেতে হবে।

সম্পাদকের কথা

অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বাউবি পরিক্রমা' সম্পাদনার সাথে যুক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত। একটি জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠনে এই বিশ্ববিদ্যালয় তিন দশক ধরে শিক্ষাব্যবস্থাকে জনসাধারণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। প্রযুক্তি নির্ভর এই শিক্ষাকার্যক্রম সরাসরি ও দূরশিক্ষণ এই দুই পদ্ধতিতেই জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে যাচ্ছে। শিক্ষায় প্রবেশগম্যতা প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। কিন্তু সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধতার কারণে অনেক নাগরিকই এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে এ সকল জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণের মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তার। মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন, টেকসই উন্নয়ণের লক্ষ্য মাত্রা অর্জন ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী দক্ষ মানবশক্তি তৈরিতে উত্তরোত্তর অবদান রেখে চলেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যাশা অনুযায়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে মানবিক, অসাম্প্রদায়িক ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন ও সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের অঙ্গীকার করেছেন। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত শিক্ষায় দেশে ও বিদেশে শিক্ষাকার্যক্রম বিস্তারের মাধ্যমে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠনে ভূমিকা রাখছে। এই সংখ্যা বাউবি পরিক্রমায় জানুয়ারি ২০২৩ থেকে জুন-২০২৩ এর মধ্যে সম্পাদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটেছে। এই সংখ্যাটিতে স্বল্প পরিসরে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে উক্ত সময়ের মধ্যে যে সকল কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেছে শুধুমাত্র সেগুলোই উল্লেখ করা হয়েছে। সরাসরি ও দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষা ও পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করার পাশাপাশি বর্তমান পরিক্রমায় অন্যান্য কার্যাবলি তুলে ধরা হয়েছে। এই সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসেবে কেন্দ্র থেকে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে জাতীয় দিবসগুলো যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপন ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন; বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম; বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী আউটকাম বেজড ও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কারিকুলাম তৈরি, সংশোধন বা পরিমার্জন যেমন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রতিবন্ধি ব্যক্তির সুরক্ষা প্রভৃতি কোর্স/প্রোগ্রাম চালু সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। এছাড়াও ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স সেল (Institutional Quality Assurance Cell /IQAC)-এর সহায়তায় বিভিন্ন কর্মশালা, সেমিনারের মাধ্যমে শিক্ষক, কর্মকর্তাদের জ্ঞান ভান্ডার সমৃদ্ধ করার তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। দেশে ও দেশের বাইরে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক সম্পন্ন হয়েছে এই সময়ের মধ্যে। জানুয়ারি থেকে জুন ২০২৩-এ দেশি বিদেশি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন ও অন্যান্য কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন। বিভিন্ন সংবাদে সমৃদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় পরিক্রমা এই সংখ্যাটি প্রকাশে মাননীয় উপাচার্য, প্রো-উপাচার্য, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার, ৬টি স্কুলের ডিন, সকল শিক্ষক, বিভিন্ন দপ্তরের পরিচালকগণ বিশেষত: পরিচালক তথ্য ও গণসংযোগ ও তাঁর বিভাগের কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ এবং আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রসহ সকল পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সহায়তা করেছেন তাঁরা সকলেই ধন্যবাদার্হ্য। সংকলনটির উপদেষ্টা হিসেবে মাননীয় উপাচার্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাণ্ডুলিপিতে মতামত দিয়েছেন তাঁর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা। সম্পাদনার কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে সদস্য সচিব ও সম্পাদনা পরিষদের সদস্যগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের ও সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

বাউবিতে ইনোভেশন টিমের সভা

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনোভেশন টিমের ১৪ তম সভা ২ জানুয়ারি ২০২৩ সোমবার বাউবির মাননীয় ট্রেজারার ও ইনোভেশন টিমের সভাপতি অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল এর সভাপতিত্বে তাঁর গাজীপুরস্থ অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে প্রতিষ্ঠানে সুশাসন সংহতকরণে উদ্ভাবনী চর্চার গুরুত্ব, উদ্ভাবন অনুশীলন এবং সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং কাজের গুণগত পরিবর্তন আনয়নের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভায় বাউবি পরিক্রমা প্রকাশ, বাউবি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশ, বাউবি ও দূরশিক্ষণের ওপর পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত ফিচার ও প্রবন্ধ বাউবির ওয়েব সাইটে সংযোজনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম, অধ্যাপক ড. মো: শাহ আলম সরকার, লাইব্রেরি এন্ড ডকুমেন্টেশন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান সঙ্গীতা মোরশেদ ও আরিফুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব বিজনেস, বাউবি। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ইনোভেশন টিমের সদস্য-সচিব নার্গিস আখতার।

বাউবির ইনোভেশন টিমের ১৪তম সভায় সভাপতিত্ব করছেন ট্রেজারার ও ইনোভেশন টিমের সভাপতি অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণা অনুদানের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে ১০ জানুয়ারি ২০২৩ মঙ্গলবার মহান মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণা অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে গবেষকগণের সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাউবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বলেন, ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের বিজয় পূর্ণতা লাভ করেছিল। তাই বাউবির ইতিহাসে আজকের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে গবেষকগণকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের অনেক অজানা তথ্য বেরিয়ে আসবে যা থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আরও ব্যাপকভাবে জানতে পারবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের আমলে দেশে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি হওয়ায় উপাচার্য সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। গবেষণার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক, বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্য সমৃদ্ধ গবেষণা প্রতিবেদন যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য উপাচার্য গবেষকগণকে আহবান জানান।

গবেষকের সাথে চুক্তিপত্রে হস্তান্তর করছেন বাউবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার।

বাউবির পক্ষে ০৩ (তিন) জন গবেষকের সাথে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) ও অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন। গবেষকগণের মধ্যে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও দৈনিক সমকাল পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক আবু সাঈদ খান তাঁর বক্তব্যে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সার্থকতা লাভ করেছিল। গবেষকগণ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণা অনুদান প্রদানের এরূপ মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করায় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো: জাহাঙ্গীর আলম।

বাউবির পাঠসামগ্রী বিতরণ ও সেবার মান বৃদ্ধি সম্পর্কিত সভা

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএসসি ও এইচএসসি প্রোগ্রামের পাঠসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম ও সেবার মান আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগের আয়োজনে ১৬ জানুয়ারি ২০২৩, সোমবার বাউবির গাজীপুর ক্যাম্পাসে উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানুর সভাপতিত্বে তাঁর দপ্তরে ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পাঠসামগী বিতরণ সংক্রান্ত সভায় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. নাসিম বানু এবং অন্যান্য শিক্ষক ও কর্মকতাগণ।

পিপিডি বিভাগের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আলী সভাটি পরিচালনা করেন। সভায় বাউবির বিভিন্ন স্কুলের ডিন, পরিচালক, শিক্ষকগণ ও স্ব স্ব প্রোগ্রামের কো-অর্ডিনেটর এবং প্রোগ্রাম অফিসারবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও আঞ্চলিক পরিচালক ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রধানগণ ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যাপক ড. নাসিম বানু বলেন, প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সেবার মান নিশ্চিত করতে হবে। পাঠসামগ্রী যথা সময়ে পৌঁছে দিতে প্রকাশনা বিতরণ ও মুদ্রণ বিভাগকে নির্দেশনা দেন তিনি।

উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২২ এর ফল প্রকাশ
পাশের হার ৬৩ দশমিক ৬০

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০২২ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ১ম ও ২য় বর্ষের বিষয়ভিত্তিক ফলাফলসহ চূড়ান্ত ফল ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ সোমবার প্রকাশিত হয়েছে। পাশের হার শতকরা ৬৩ দশমিক ৬০। বাউবির এইচএসসি-২০২২ ব্যাচে নিবন্ধিত শিক্ষার্থী সংখ্যা ৮৮,১০০ জন । এ পরীক্ষায় ১ম ও ২য় বর্ষে ৭৫,৫৯৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। চূড়ান্ত পরীক্ষায় ৩৩,৭৪৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে ২১,৪৬১ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৯৩ জন A+, ২৮৪৪ জন A, ৭,৩৩৭ জন A-, ৮,০৮১ জন B, ৩০২৪ জন C এবং ৮২ জন D গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১২,৩১৬ জন ছাত্র এবং ৯,১৪৫ জন ছাত্রী । বিস্তারিত জানার জন্য www.bou.ac.bd এবং exam.bou.ac.bd.

বাউবির সিটিজেন চার্টার উদ্বোধন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা প্রদান কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক আয়োজিত **সিটিজেন চার্টার উদ্বোধন অনুষ্ঠান** উপাচার্য মহোদয়ের গাজীপুরস্থ কনফারেন্স হলে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সোমবার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাউবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বক্তব্যের শুরুতে ভাষা শহিদ এবং বঙ্গবন্ধু পরিবারের শহিদ সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান । তিনি বলেন বাউবির সিটিজেন চার্টারের মাধ্যমে সেবার মান আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। এর মাধ্যমে সেবার গুণগত মান অব্যাহত থাকবে। বাউবির সিটিজেন চার্টার যে কেউ যে কোনো ডিভাইসের মাধ্যমে দেখতে পারবেন এবং এর মাধ্যমে সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে সেতু বন্ধন তৈরি হলো। এই সিটিজেন চার্টারের মাধ্যমে স্টেক হোল্ডারগণ নির্দিষ্ট ব্যক্তি এবং স্কুল ও বিভাগে প্রবেশ করে তার কাঙ্খিত তথ্য পেতে সহায়ক হবে। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার গুণগত মান ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের সার্বিক সেবা দান করাই বাউবির লক্ষ্য। তিনি উন্নয়ন সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষের বিকাশ ঘটিয়ে বাউবির কর্মমুখী, গণমুখী ও জীবনব্যাপী শিক্ষার বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

উপ-উপাচার্য(প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানুর সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ট্রেজারার অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল এবং রেজিস্ট্রার ও এপিএ টিম লিডার ড. মহা: শফিকুল আলম। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন স্কুল অব এডুকেশন এর ডিন ও সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য অধ্যাপক সুফিয়া বেগম।

সিটিজেন চার্টার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বাউবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার

অনুষ্ঠানে স্কুলের ডিনবৃন্দ, বিভাগীয় প্রধান, সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যগণ সরাসরি এবং বাউবির ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের পরিচালক ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রধানগণ ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন। ওপেন স্কুলের সহযোগী অধ্যাপক অনন্যা লাবনী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

মাস্টার অব ডিজ্যাবিলিটি ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রামের টিউটর ও থিসিস সুপারভাইজারদের ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি পরিচালিত Master of Disability Management and Rehabilitation (MDMR) প্রোগ্রামের টিউটর ও থিসিস সুপারভাইজারদের এক ওয়ার্কশপ ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ শুক্রবার, বাউবির ই-লার্নিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপে সভাপতিত্ব করেন বাউবির স্কুল অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির (এসএসটি) ডিন অধ্যাপক ডা: সরকার মোঃ নোমান।

ওয়ার্কশপের মূল উদ্দেশ্য ছিল- টিউটর ও থিসিস সুপারভাইজারদের জন্য ব্যবহারিক জ্ঞানের পাশাপাশি থিসিস প্রস্তাবনা, উপাত্ত সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়া। যাতে করে শিক্ষার্থীরা টিউটর ও থিসিস সুপারভাইজারদের কাছ থেকে অর্জিত ব্যবহারিক ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান লাভ করে ভবিষ্যতে একজন দক্ষ গবেষক ও পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ হতে পারেন। ওয়ার্কশপে দেশের বিভিন্ন

বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ফিজিওথেরাপি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা, পক্ষাঘাতগ্রস্থদের পুনর্বাসন কেন্দ্র (সি.আর.পি)-এর নির্বাহী পরিচালক এবং বাউবির স্কুল অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই ওয়ার্কশপের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন এসএসটির সহকারী অধ্যাপক ডা: মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

বিএমএড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম বিস্তরণ ও দূরশিক্ষায় টিউটরিং শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশন কর্তৃক আয়োজিত বিএমএড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম বিস্তরণ ও দূরশিক্ষায় টিউটরিং শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠান বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বুধবার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাউবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বক্তব্যের শুরুতে সকল শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবে তথ্য প্রযুক্তির যুগে বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে তার সাথে বাংলাদেশকেও তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার প্রয়োজন রয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষার্থীরা যাতে অবদান রাখতে পারে তাদেরকে সেভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য টিউটরদের প্রতি আহবান জানান। বাউবি সবসময় আপনাদের পাশে রয়েছে। বাউবি এবং বিএমএড প্রোগ্রামের সমন্বয়কারীদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে সেতু বন্ধন তৈরি করে এ প্রোগ্রামটি এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন উপাচার্য।

বিএমএড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম বিস্তরণ ও দূরশিক্ষায় টিউটরিং শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন বাউবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার

স্কুল অব এডুকেশনের ডিন অধ্যাপক সুফিয়া বেগম এর সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ট্রেজারার অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল । শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন স্কুল অব এডুকেশন এর সহযোগী অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে ডিন, পরিচালক, বাউবির আঞ্চলিক কেন্দ্রের পরিচালকগণ ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রধানসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মশালায় সারা দেশ থেকে বিভিন্ন স্টাডি সেন্টারের ১৪ জন সমন্বয়কারী ও ২৮ জন টিউটর অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন স্কুল অব এডুকেশন এর সহকারী অধ্যাপক আরিফ উজ জামান এবং রুবাইয়া রহমান।

অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অমর একুশে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, মঙ্গলবার সকালে বাউবির গাজীপুরস্থ ক্যাম্পাসের শহিদ মিনারে উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার-এর নেতৃত্বে উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু, ট্রেজারার অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল, রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম, ডিন, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, বাউবি শিক্ষক সমিতি, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষক ফোরাম, বাউবি ডিরেক্টরস্ কাউন্সিল, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী কর্মকর্তা পরিষদ, পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এছাড়াও স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গাছা থানা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার এর নেতৃত্বে গাজীপুরস্থ বাউবি ক্যাম্পাসের শহিদ মিনারে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

সূর্যোদয়ের সাথে সাথে গাজীপুর মূল ক্যাম্পাসে উপাচার্যের নেতৃত্বে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত এবং কালো পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচির সূচনা হয়। এর আগে ভোরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে উপাচার্যের পক্ষে উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু ও উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন এবং ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক রানা হামিদুর রহমান ও বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। একই সাথে দেশ জুড়ে অবস্থিত বাউবির ১২টি আঞ্চলিক ও ৮০টি উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রধানগণের নেতৃত্বে একযোগে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ ও কালো পতাকা উত্তোলন এবং স্থানীয় শহিদ মিনারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কর্তৃক বাউবি ল্যাবরেটরি স্কুল ও স্থানীয় স্কুলসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে চিত্রাংকন ও হাতের লেখা সুন্দর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

মহান শহিদ দিবসে চিত্রাংকন ও হাতের লেখা সুন্দর প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি কর্তৃক আয়োজিত অমর একুশে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাউবি ল্যাবরেটরি স্কুল ও স্থানীয় স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে চিত্রাংকন ও হাতের লেখা সুন্দর প্রতিযোগিতা ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মঙ্গলবার বাউবি ল্যাবরেটরি স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্রাংকন ও হাতের লেখা সুন্দর প্রতিযোগিতা পরিদর্শন করছেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু।

প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্কুলের মোট ১২৯ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। চিত্রাংকনে ৩৫ জন ও হাতের লেখা সুন্দর প্রতিযোগিতায় ৯৪ জন অংশগ্রহণ করে। বিজয়ীদের মধ্যে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় প্রথম- অহনা ইসলাম, দ্বিতীয়- তাহসিন আহমেদ (জামি), তৃতীয়- তাইফা তুল জান্নাত হোসেন ও বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে মাহাজেবিন হক দিয়া, লামিয়া আখতার এবং হাতের লেখা সুন্দর প্রতিযোগিতায় ক গ্রুপে প্রথম স্থান মৃন্ময়ী দে, দ্বিতীয়-সুবর্ণা আক্তার, তৃতীয়- ফাতিহা মুন, বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে রাইয়ানা নুসরাত দিয়া ও শ্রেয়সী সিংহ এবং খ গ্রুপে প্রথম- সাদ আহমেদ, দ্বিতীয়- হুজাইফা নেওয়াজ ও তৃতীয়- ইসরাত জাহান বিভা এবং বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে তাসকিয়া হক ইফা ও মাইশা ইসলাম।

এসময় অধ্যাপক ড. কে এম রেজানুর রহমান, মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ, ড. মো: শহীদুর রহমান, মো: আরিফ-উজ-জামান, আরিফুল ইসলাম, মো: মশিউর রহমানসহ শিক্ষক সমিতির অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মো: আনোয়ারুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুস সাত্তার।

শহিদ দিবসে শিক্ষক সমিতির আলোচনা সভা

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মঙ্গলবার রাতে বাউবি শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে অনলাইন আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি বাউবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার তাঁর বক্তব্যের শুরুতে ভাষা আন্দোলনে সকল শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্য, জাতীয় চার নেতা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মউৎসর্গকারী ও আত্মত্যাগকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে বলেন, মূলত ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে বাংলাদেশের ভ্রূণ তৈরি হয়েছে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে যারা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা বিশ্বের বুকে মাতৃভাষার আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে আছি। পৃথিবীর অনেক ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেক ভাষা ও জাতিসত্তা যাতে টিকে থাকে সেদিকে আমাদের সকলের খেয়াল রাখা প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষার ভিত্তি মজবুত ও শিক্ষাব্যবস্থায় বাংলা ভাষাকে শক্তিশালী করার কথা বলেন। কোর্স কারিকুলামে বাংলা ভাষা প্রচলনের দাবি জানান। প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেন। তিনি নীতিনির্ধারকদের উদ্দেশ্যে বলেন আমাদের এমন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করা উচিত যেখানে বাঙালি জাতি হিসেবে আমরা মাতৃভাষা সুন্দরভাবে শিখে এবং দক্ষতা অর্জন করে বিশ্বের অন্যান্য জাতির সাথে তাল মিলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি।

আলোচক অধ্যাপক ড. সোয়াইব আহমেদ (ড. শোয়াইব জিবরান) বলেন, ভাষা একটি প্রতীকী যার মাধ্যমে আমরা জ্ঞান অর্জন করে থাকি। তিনি বাংলা ভাষার ইতিহাস, প্রাচীনতা, ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও শিক্ষায় ভাষার প্রভাবের কথা তুলে ধরেন। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মূল স্বপ্ন ছিলো একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। অদ্যাবদি শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে বাংলা মাধ্যম চালু না হওয়ায় সে স্বপ্ন এখনো পর্যন্ত অর্জন হয়নি। একমুখী অসম্প্রদায়িক মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্যে দিয়েই ভাষা শহিদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। আলোচক অধ্যাপক ড. মো: জাহাঙ্গীর আলম ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস ও রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীর আলোকে ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান ও বঙ্গবন্ধুর

বিভিন্ন উদ্ধৃতি তুলে ধরেন। তিনি রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়ে বাংলা ভাষা প্রচলনের দাবি জানান। আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, ট্রেজারার অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল, রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম এবং আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. জেবউননেছা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাউবির শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো: আব্দুস সাত্তার।

বিএমএড প্রোগ্রামের ওরিয়েন্টেশন ও পাঠসামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশন পরিচালিত ব্যাচেলর অব মাদ্রাসা এডুকেশন (বিএমএড) প্রোগ্রামে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ১ম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই) গাজীপুর স্টাডি সেন্টারে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার মহান ভাষা শহিদ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মত্যাগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, বর্তমানে ৩০ শতাংশেরও বেশি শিক্ষার্থী মাদ্রাসার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং দেশের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা যাতে একই ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় যাতে কোনো বৈষম্য না থাকে সে লক্ষ্যে এ বছর থেকে এই প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে।

বিএমএড প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠসামগ্রী বিতরণ করছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার

সঠিক জ্ঞান ও সঠিক শিক্ষা দানের মাধ্যমে সমাজের কুসংস্কার দূরীভূত করে প্রান্তিক পর্যায়ে সকল স্তরের মানুষের মাঝে কুসংস্কার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে কুসংস্কারমুক্ত আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার আহবান জানান। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বিশ্ব যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকেও সে গতিতে এগিয়ে যেতে হবে। শিক্ষার্থীদের সঠিক জ্ঞান দানের জন্য শিক্ষকদের প্রস্তুত হতে হবে, এ জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। শিক্ষা গ্রহণ ও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেরা স্মার্ট হবেন এবং শিক্ষার্থীদের স্মার্ট হিসেবে গড়ে তোলার আশা ব্যক্ত করেন।

স্মার্ট ফোন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সমাজের বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা দূর করে স্মার্ট বাংলাদেশ ও সোনার বাংলা বিনির্মাণে এগিয়ে আসার তাগিদ দেন উপাচার্য। এর আগে বাউবি উপাচার্য প্রধান অতিথি হিসেবে বিএমটিটিআই আয়োজিত মাদ্রাসার শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করেন ।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ও বিএমএড প্রোগ্রামের সমন্বয়কারী অধ্যাপক মুহাম্মদ শাহ্ আলমগীর এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাউবির স্কুল অব এডুকেশনের ডিন অধ্যাপক সুফিয়া বেগম, সহযোগী অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম ও বিএমটিটিআই এর উপাধ্যক্ষ মোঃ বেলায়েত হোসেন।

ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠসামগ্রী বিতরণ করা হয়। উক্ত প্রোগ্রামে ৭ জন টিউটর ও ৬০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। দেশ জুড়ে বিস্তৃত বাউবির আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের আওতায় ১৪টি স্টাডি সেন্টারে ১৩২৯ জন শিক্ষার্থী বিএমএড প্রোগ্রামে ভর্তি হয়েছেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিএমটিটিআই-এর শিক্ষক ড. নূরুল্লাহ।

বাউবির কমনওয়েলথ এক্সিকিউটিভ এমবিএ শিক্ষার্থীদের আবাসিক গবেষণা ক্যাম্পিং

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব বিজনেস পরিচালিত কমনওয়েলথ এক্সিকিউটিভ এমবিএ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের রিসার্চ রিপোর্ট রাইটিং: ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে আবাসিক গবেষণা ক্যাম্পিং ৩ মার্চ ২০২৩ শুক্রবার গাজীপুর ক্যাম্পাসের সেমিনারে হলে শুরু হয়। বাউবির ট্রেজারার ও স্কুল অব বিজনেসের ডিন অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামালের সভাপতিত্বে দুই দিনব্যাপী এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বাউবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার।

গবেষণা কী এবং কেন" এ বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বলেন, গবেষণা হলো কোনো বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে জানা। গবেষণা আমাদেরকে কোনো বিষয় সম্পর্কে আরও ভালো করে জানতে সাহায্য করে। গবেষণার মাধ্যমে অজানাকে জানার চেষ্টা করা হয়।

কমনওয়েলথ এক্সিকিউটিভ এমবিএ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের উদ্দ্যেশ্যে বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার।

আমাদের যে সম্পর্কে জ্ঞান পরিপূর্ণ নয়, সে বিষয়ে জানতে হলে গবেষণা করতে হবে। সমস্যার সমাধানের উপায় হিসেবেও কাজ করে গবেষণা। গবেষণা করতে গিয়ে ডেটা কোয়ালিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার তথ্য উপাত্ত যাতে সঠিক হয় সেদিকে খেয়াল রাখার তাগিদ

দেন উপাচার্য। কোনো বিষয়ে গবেষণা করতে হলে প্রচুর পড়াশুনা করতে হবে। পড়াশুনা না করে গবেষণা শুরু করলে সাফল্য পাওয়া যাবেনা। গবেষণা করতে পারস্পারিক সহযোগিতা বাড়াতে হবে। একই ধরনের বিষয় নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন তাদের সাথে জ্ঞান বিনিময় করতে হবে। উপাচার্য এ ধরনের আবাসিক গবেষণা ক্যাম্পিং করার জন্য স্কুল অব বিজনেসকে ধন্যবাদ জানান এবং এ ক্যাম্পিং যাতে সাফল্যের সাথে শেষ হয় সে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

ঢাকা, সিলেট, রাজশাহী ও খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্রের ৫১ জন কমনওয়েলথ এক্সিকিউটিভ এমবিএ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী বাউবির মূল ক্যাম্পাসের গেস্ট হাউজে অবস্থান করে এ কার্যক্রমে অংশ নেন। কো-অর্ডিনেটর হিসেবে ছিলেন স্কুল অব বিজনেস এর সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জহির রায়হান। আবাসিক গবেষণা ক্যাম্পিং কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সেশনে গবেষণার বিষয়ে দিকনির্দেশনা ও হাতেকলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, অধ্যাপক ড. ইকরামুল হক, অধ্যাপক ড. মোঃ মাইনুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক ড. শাহিন আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক কায়েস বিন রহমান, সহকারী অধ্যাপক আসমা আক্তার শেলী, প্রভাষক আরিফুল ইসলাম ও প্রভাষক সিবাত মাসুদ। ক্যাম্পিং অনুষ্ঠানে বাউবির স্কুল অব বিজনেসের শিক্ষক, কর্মকর্তাসহ সহযোগীরা উপস্থিত ছিলেন।

এমডিএমআর প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি পরিচালিত মাস্টার অব ডিজ্যাবিলিটি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম ২০২৩ এর শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ০৩ মার্চ ২০২৩ শুক্রবার বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বাউবির স্কুল অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির ডিন অধ্যাপক ডা: সরকার মোঃ নোমান। তিনি নবাগত শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন এই প্রোগ্রাম থেকে অর্জিত জ্ঞান শিক্ষার্থীদের দক্ষ গবেষক ও ব্যবস্থাপক হতে সাহায্য করবে।

ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন বাউবির স্কুল অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির ডিন অধ্যাপক ডা: সরকার মোঃ নোমান।

এই ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে অথবা যেসব প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন নিয়ে কাজ করছে সে সব জায়গায় চাকরির সুযোগ পাবেন। অনুষ্ঠানে বাউবির স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল মজিদ মন্ডল ও এম. ডি. এম. আর প্রোগ্রামের টিউটরগণ বক্তব্য রাখেন। ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে এমডিএমআর প্রোগ্রাম পরিচিতি সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন উপস্থাপনা করেন স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির প্রভাষক ডাঃ সামীনা আক্তার কাকলী। ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন স্কুল অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির সহকারী অধ্যাপক ও প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী ডা: মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান। ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে নতুন ব্যাচের ২২ জন এবং পুরাতন ব্যাচের ৩০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন।

বাউবির উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) ও রেজিস্ট্রার এর সাথে বিদেশি শিক্ষাবিদদের সৌজন্য সাক্ষাত

বিদেশি শিক্ষাবিদগণের সাথে উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন ও রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম।

স্ট্রাথক্লাইড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. মোজাম্মেল হক ও আইরিন গ্রাহাম, প্রকল্প পরিচালক, সি ই আই, ইউকে এবং কানাডার অন্টারিও হাম্বার কলেজ এর মাইক্রোসফট ট্রেইনার কারেন নায়ার ৫ মার্চ ২০২৩ রবিবার বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে বাউবির উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন ও রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

বিদেশি শিক্ষাবিদগণ মিডিয়া সেন্টার পরিদর্শন করছেন।

সাক্ষাৎকালে উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) দেশের বৃহৎ এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁদেরকে অবহিত করেন। পরে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়নাভিরাম ক্যাম্পাস, মিডিয়া সেন্টার, মকভিলেজ, রাসেল স্কয়ার ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবসে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস উপলক্ষ্যে বাউবি শিক্ষক সমিতি কর্তৃক আয়োজিত ৭ মার্চ ২০২৩ মঙ্গলবার "জয় বাংলা কাপ" ক্রিকেট ম্যাচ গাজীপুর ক্যাম্পাসের খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। বাউবির শিক্ষকদের মধ্যে লাল টিম এবং সবুজ টিম এ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। টসে জিতে সবুজ টিম প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেন। সবুজ টিম প্রথম ব্যাট করে নির্ধারিত ১০ ওভারে ৭৬ রান সংগ্রহ করেন। লাল টিম ৭৭ রানের টার্গেটে নেমে ২ উইকেটে হারিয়ে ৭ ওভার ৪ বলে নির্ধারিত মাইফলক অতিক্রম করে জয়লাভ করে। লালটিমের উপদেষ্টা ছিলেন অধ্যাপক মো: আনোয়ারুল ইসলাম, ম্যানেজারের দায়িত্বে ছিলেন মো: আব্দুস সাত্তার ও অধিনায়ক ছিলেন রেজওয়ানুল আলম। সবুজ টিমের উপদেষ্টা ছিলেন অধ্যাপক ডাঃ সরকার মো: নোমান, ম্যানেজারের দায়িত্বে ছিলেন মেহেরীন মুনজারীন রত্না ও অধিনায়ক ছিলেন মো: মশিউর রহমান। আম্পায়ারের দায়িত্বে ছিলেন মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ ও ড. ইকবাল হুসাইন এবং স্কোর গণনার দায়িত্বে ছিলেন মো: আনোয়ারুল ইসলাম ও ড. মোহাম্মদ জাফর আহমেদ। ধারাবর্ণনায় ছিলেন মো: তাজুল ইসলাম। খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন শিক্ষক সমিতির সহ সভাপতি অধ্যাপক মো: আনোয়ারুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মো: আব্দুস সাত্তার।

বাউবিতে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস উদ্‌যাপন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপিত হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে ০৭ই মার্চ ২০২৩, মঙ্গলবার সকালে বাউবির গাজীপুরস্থ ক্যাম্পাসের **'স্বাধীনতা চিরন্তন'** মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার-এর নেতৃত্বে ট্রেজারার অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল, রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম, ডিন, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং বাউবির শিক্ষক সমিতি, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষক ফোরাম পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার 'স্বাধীনতা চিরন্তন' মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন।

সূর্যোদয়ের সাথে সাথে গাজীপুর মূল ক্যাম্পাসে উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার জাতীয় পতাকা এবং উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু বিশ্ববিদ্যালয় পতাকা উত্তোলন করে দিবসের কর্মসূচির সূচনা করেন। একই সাথে দেশ জুড়ে অবস্থিত আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে একযোগে জাতীয় পতাকা ও বিশ্ববিদ্যালয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

এ ছাড়াও ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে উপাচার্যের পক্ষে উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু ও উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্রের পরিচালক রানা হামিদুর রহমান, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

'স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত সোপান: বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অনন্যতা' শীর্ষক আলোচনা সভা

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষক ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত ১৯৭১ সালের উত্তাল মার্চ উপলক্ষ্যে 'স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত সোপান: বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অনন্যতা' শীর্ষক আলোচনা সভা ১২ মার্চ ২০২৩ রবিবার বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাউবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, ট্রেজারার অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল ও রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম। অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাউবির শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম ও সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুলের সহযোগী অধ্যাপক ড. চাঁদ সুলতানা কাওছার এবং স্কুল অব এডুকেশন এর সহকারী অধ্যাপক আ. ন. ম তোফায়েল হোসেন।

আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী বিশেষ অতিথি ও আলোচকবৃন্দ

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাউবির বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষক ফোরাম এর সভাপতি অধ্যাপক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষক ফোরাম এর সাধারণ সম্পাদক মেহেরীন মুনজারীন রত্নার সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। এছাড়াও ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন বাউবির আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।

"উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং বিএড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম বিস্তরণ " শীর্ষক কর্মশালা

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশন কর্তৃক আয়োজিত "উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং বিএড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম বিস্তরণ শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালা ১৩ মার্চ ২০২৩ সোমবার গাজীপুরস্থ ক্যাম্পাসের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাউবির স্কুল অব এডুকেশনের ডিন অধ্যাপক সুফিয়া বেগম ।

উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং বিএড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম বিস্তরণ শীর্ষক কর্মশালায় অতিথিবৃন্দ

স্কুল অব এডুকেশন এর অধ্যাপক ও বাউবির শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোঃ আনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্কুল অব এডুকেশন এর সহযোগী অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম। স্কুল অব এডুকেশন এর সহকারী অধ্যাপক ড. মোঃ আরিফ উজ জামান ও রুবাইয়া রহমানের সঞ্চালনায় কর্মশালায় স্কুল অব এডুকেশনের শিক্ষকগণ এবং বিএড প্রোগ্রামের নতুন ৮ টি স্টাডি সেন্টারের সমন্বয়কারী ও টিউটরগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাউবিতে "Scientific Article Writing" বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) কর্তৃক আয়োজিত "Scientific Article Writing" বিষয়ক দিনব্যাপী এক কর্মশালা ১৬ মার্চ ২০২৩ বৃহস্পতিবার গাজীপুরস্থ ক্যাম্পাসের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় রিসোর্সপারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাউবির মাননীয় উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন বাউবির মাননীয় উপ-উপাচার্য(শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন।

বাউবির আইকিউএসি-এর পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মোঃ আনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ওপেন স্কুলের অধ্যাপক ও আইকিউএসির অতিরিক্ত পরিচালক ড. সাদিয়া আফরোজ সুলতানা। এ কর্মশালায় বিভিন্ন স্কুলের ২৮ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাউবি) যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে ১৭ই মার্চ ২০২৩ শুক্রবার সকালে বাউবির গাজীপুরস্থ ক্যাম্পাসের **'স্বাধীনতা চিরন্তন'** মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার-এর নেতৃত্বে উপ-উপাচার্য(প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, ট্রেজারার অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল, রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম, ডিন, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং বাউবির শিক্ষক সমিতি, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষক ফোরাম, ডিরেক্টরস কাউন্সিল, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী কর্মকর্তা পরিষদ-এর নেতৃবৃন্দ পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে গাজীপুর মূল ক্যাম্পাসে উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতারের নেতৃত্বে জাতীয় পতাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয় পতাকা উত্তোলন করে দিবসের কর্মসূচির সূচনা করা হয়। একই সাথে দেশ জুড়ে অবস্থিত আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে একযোগে জাতীয় পতাকা ও বিশ্ববিদ্যালয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

বাউবি'র 'স্বাধীনতার চিরন্তন' স্মারক ভাস্কর্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার

এ ছাড়াও ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে উপাচার্যের পক্ষে উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু ও উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, ট্রেজারার অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্রের পরিচালক রানা হামিদুর রহমান, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীতে বৃক্ষরোপণ ও শিশুদের অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭ই মার্চ ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মারক হিসেবে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বাউবি'র শেখ রাসেল চত্বরে একটি কামিনী ফুলের চারা রোপণ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বাউবির শেখ রাসেল চত্বরে একটি কামিনী ফুলের চারা রোপন করছেন।

এ সময় উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, ট্রেজারার অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল, রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম, ডিন, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং বাউবির শিক্ষক সমিতি, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষক ফোরাম, ডিরেক্টরস কাউন্সিল, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী কর্মকর্তা পরিষদ-এর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়াও বাউবির ল্যাবরেটরি স্কুলের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের শিশু সন্তান এবং ল্যাবরেটরি স্কুলের শিশুদের নিয়ে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

পরিবেশ, দুর্যোগ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ নিয়ে ভাবতে হবে- ড. মাহবুবা নাসরীন

পরিবেশ, দুর্যোগ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ নিয়ে ভাবতে হবে। বাংলাদেশের পরিবেশ, জেন্ডার, ইন্টারসেকশনালিটি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে রাজধানীর নিমতলীস্থ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এ ১৮ মার্চ ২০২৩ শনিবার দিনব্যাপী আয়োজিত হয় "দ্যা স্টেট অব ডিভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ: চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড প্রসপেক্ট" শীর্ষক এক সেমিনার।

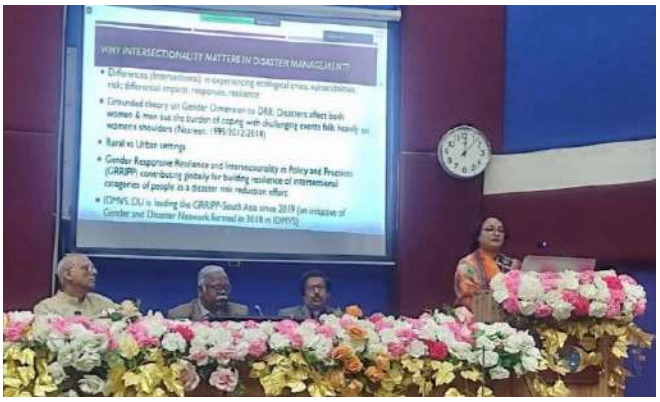

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন।

উক্ত সেমিনারে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। আরও উপস্থিত ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক, জেনারেল সেক্রেটারি অধ্যাপক মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান খান ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন অর রশীদ। সেমিনারে অংশ নেন প্রায় শতাধিক শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

বাউবিতে গবেষণা প্রস্তাবনা বিষয়ক কর্মশালা

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার হলে ১৯ মার্চ ২০২৩ রিসার্চ প্রপোজাল বিষয়ক দিনব্যাপী এক কর্মশালায় রিসোর্সপার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট গবেষক শিক্ষাবিদ ও বাউবির উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন। গবেষণা প্রস্তাবকে গবেষণা

নকশার লিখিত দলিল হিসেবে উল্লেখ করে ড. নাসরীন বলেন, কোনো গবেষণা কার্যক্রম শুরুর ক্ষেত্রে এটি এক ধরনের রোডম্যাপ।

বাউবিতে জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষক সেমিনার

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল আয়োজিত জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষক এক সেমিনার ২১ মার্চ ২০২৩ বুধবার গাজীপুর ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয় । এই সেমিনারে যুক্তরাষ্ট্রের লুসিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ড. ক্যারোল এ. উইলসন is the Ganges Brahmaputra Delta drowning? Elevation and sediment dynamics in the natural and human altered tidal deltaplain" শিরোনামের ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে 'নদী প্রবাহের কারণে উপকূলে প্রাকৃতিকভাবে জমাকৃত পলিমাটি এবং বাঁধের ভিতরে জমাকৃত পলিমাটির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। দেখা গেছে জুন-সেপ্টেম্বর মাসে সবচেয়ে বেশি পলি জমে ; অন্যদিকে শুষ্ক মৌসুমে অপেক্ষাকৃত কম পলি জমে। ২০১৭ সালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে সুন্দরবন এলাকায় প্রচুর পলি জমে যা বিগত বছরের চেয়ে প্রায় ৪০-৭০% বেশি। বিগত কয়েক দশক ধরে, অপরিকল্পিত বন্যার বাঁধ নির্মাণের ফলে ব-দ্বীপের নৃতাত্ত্বিক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ভূ-পৃষ্ঠে পলি জমছে, উপকূলে লবন পানির প্রভাব ও বনাঞ্চলে এই পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাল্টে দিচ্ছে জীবনযাত্রাকে। সুন্দরবনে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের ওপর এর প্রভাব মারাত্মক রূপ নিতে পারে। মানব তৈরি বাঁধ সুন্দরবনকে হুমকির মধ্যে ফেলছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশের বিপর্যয় মোকাবেলায় তিনি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেন।

উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে তিনি 'বাংলা -পিআইআরই' এবং 'জলবায়ু তারতম্যের কারণে বাংলাদেশের সামাজিক ও পরিবেশের পরিবর্তন' শীর্ষক দুটি গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন করেন। তিনি জোয়ারভাটার সাথে সম্পৃক্ত নদীনালা এবং উপকূলীয় বনভূমিতে - পলি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এবং পানির গুণগত মান নিয়ে গবেষণা করেছেন ।

সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন যুক্তরাষ্ট্রের লুসিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ড. ক্যারোল এ. উইলসন

সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন বাউবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার। তিনি ড. কেরলকে সেমিনারে তথ্যবহুল মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান । তিনি লুসিয়ানা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বাউবির অংশীদারী গবেষণা প্রকল্পের দাবি করেন।

এছাড়া সেমিনারে বাউবির উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম, ডিন ও বিভাগীয় প্রধানসহ বাউবির শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। ওপেন স্কুলের ডিন অধ্যাপক ড. সাবিনা ইয়াসমিন তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, এ সেমিনার স্কুলের মাস্টার অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এবং মাস্টার অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রোগ্রাম এর একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তিনি ড. কেরল কে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য ধন্যবাদ জানান । অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ওপেন স্কুলের শিক্ষক ড. মোঃ মিজানুর রহমান তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বাংলাদেশে জলবায়ু তারতম্যের কারণে সামাজিক এবং পরিবেশগত পরিবর্তনের ওপর গবেষণা করায় অধ্যাপক ক্যারোলের প্রশংসা করেন। বাউবির প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) এর সাথে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ দেওয়ান গৌস সুলতানের সৌজন্য সাক্ষাত

উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীনকে বই উপহার দিচ্ছেন দেওয়ান গৌস সুলতান

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুক্তরাজ্যের ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ দেওয়ান গৌস সুলতান ২৩ মার্চ দুপুরে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন ও রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলমের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সে সময়ে তাঁর রচিত বিশ শতকে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন বইটি তিনি উপহার দেন।

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসে শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা

স্বাধীনতা চিরন্তন স্মারক ভাস্কর্য চত্বরে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করে নীরবতা পালন করছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার এর নেতৃত্বে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসে শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে শনিবার সন্ধ্যায় মোমবাতি হাতে বাউবি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে স্বাধীনতা চিরন্তন স্মারক ভাস্কর্য চত্বরে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এ সময় উপ-উপাচার্য(প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুস সাত্তারসহ বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীগণ অংশ নেন।

বাউবিতে মহান স্বাধীনতা দিবস-২০২৩ উদযাপিত

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপিত হয়। রবিবার ২৬ মার্চ ২০২৩ সকাল ৬:৩০টায় গাজীপুরস্থ বাউবির মূল ক্যাম্পাস এবং সকল আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রে এক যোগে জাতীয় পতাকা ও বিশ্ববিদ্যালয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার-এর নেতৃত্বে সকাল ৬. ৪০ টায় গাজীপুর ক্যাম্পাসে স্বাধীনতা চিরন্তন স্মারক ভাস্কর্যে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং সকাল ৯:০০ টায় সাভারে জাতীয় স্মৃতি সৌধের বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকাল ১১.০০ টায় মাননীয় উপাচার্যের নেতৃত্বে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, ট্রেজারার অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল, রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম, ডিন ও পরিচালকবৃন্দ, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার-এর নেতৃত্বে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে সাভারে জাতীয় স্মৃতি সৌধের বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করছেন বাউবির শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।

এছাড়াও বাউবির শিক্ষক সমিতি, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষক ফোরাম, বাউবি ডিরেক্টরস কাউন্সিল, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী কর্মকর্তা পরিষদ সাভারে জাতীয় স্মৃতি সৌধে এবং ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রধানগণ স্থানীয় মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। বাউবি ক্যাম্পাসের মসজিদে জোহরের নামাজের পর স্বাধীনতা যুদ্ধের শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী ক্যাম্পাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৭ই মার্চের ভাষণ ও দেশাত্ববোধক গান প্রচার করা হয় এবং সন্ধ্যায় বাউবি গাজীপুর ক্যাম্পাস এবং সকল আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রে আলোকসজ্জা করা হয়।

গবেষণা নিস্পৃহ ও সক্ষমতাবিমুখ শিক্ষাব্যবস্থাই বেকার ও জ্ঞানবিভ্রম জনগোষ্ঠী সৃষ্টির অন্যতম কারণ

-বাউবি ট্রেজারার

সেমিনারে সভাপতির বক্তব্য প্রদান করছেন ট্রেজারার ও স্কুল অব বিজনেসের ডিন অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল।

গবেষণা নিস্পৃহ ও সক্ষমতাবিমুখ শিক্ষাব্যবস্থাই বেকার ও জ্ঞানবিভ্রম জনগোষ্ঠী সৃষ্টির অন্যতম কারণ ২৯ মার্চ ২০২৩, বুধবার বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সেমিনার হলে 'ওপেন বিজনেস টক', স্কুল অব বিজনেস আয়োজিত "Education-Employement mismatch in Bangladesh – How Can We Avoid?" শীর্ষক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে বাউবি ট্রেজারার ও স্কুল অব বিজনেসের ডিন অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল এ কথা বলেন।

তিনি চাকরি বাজার ও চলমান শিক্ষাব্যবস্থার কিছু অসঙ্গতি তুলে ধরে বলেন, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা গবেষণা নিস্পৃহ ও সক্ষমতাবিমুখ হওয়ায় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বছর শিক্ষা গ্রহণে কাটিয়েও চাকরি পেতে হিমশিম খেতে হয়। তিনি বলেন, গবেষণা ও সক্ষমতাবিমুখ শিক্ষাব্যবস্থা শুধু বেকারত্ব সৃষ্টি করে তা নয়, বিশাল সংখ্যক জ্ঞানবিভ্রম (illusion of knowldge) জনগোষ্ঠীও তৈরি করছে। সেমিনারে বাউবির স্কুল অব বিজনেসের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি অব পুত্রা-এর পিএইচডি গবেষক মাহফুজুর রহমান তার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে বলেন, বাজারে চাকরি চাহিদার ওপর ভিত্তি করে আমাদের শিক্ষাকার্যক্রমকে আরও জীবনমুখী ও সময়োপযোগী করা উচিত। শুধু সনদভিত্তিক শিক্ষাক্রম বেকারত্ব বাড়াচ্ছে। একটি দেশকে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রযুক্তির বিকাশ ও সমাজের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে শিক্ষাব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে হবে। এ সময় তিনি বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা, অসংগতি, দুর্বলতা ও বাস্তব উপযোগিতার নানা দিক তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর লক্ষ্য, চাকরি ও অর্জিত উচ্চতর ডিগ্রির বেশ কিছু মিসম্যাস বা অমিল চিহ্নিত করেন তিনি। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন করতে হলে, ভবিষ্যত কর্মক্ষেত্র বিবেচনায় শিক্ষার্থীর প্রাইমারি স্কুল থেকেই পড়াশোনার সঠিক নির্দেশনা দরকার বলেও মতামত দেন তিনি।

সহকারী অধ্যাপক আসমা আক্তার শেলীর সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন একই অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক ড. এম একরামুল হক, সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহম্মদ জহির রায়হানসহ বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ। এ সময় জুম ওয়েবিনারে অংশ নেন বাউবির আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রসহ দেশ বিদেশের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

বাউবির মাস্টার অব পাবলিক হেলথ প্রোগ্রামের সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

মাস্টার অব পাবলিক হেলথ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীরা থিসিস উপস্থাপন শেষে ফটোসেশনে অংশ নেন।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার অব পাবলিক হেলথ প্রোগ্রামের ২০২০ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের থিসিস উপস্থাপনের মাধ্যমেই ৩১ মার্চ ২০২৩ শুক্রবার তাদের পরীক্ষার সমাপনী হয়। গাজীপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীরা থিসিস ডিফেন্সের মাধ্যমে নিজেদের গবেষণা উপস্থাপন করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম, স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ডিন অধ্যাপক ডা: সরকার মো. নোমান এবং বিভিন্ন কোর্সের তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষকেরা উপস্থিত ছিলেন। স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ডিন অধ্যাপক ডা: সরকার মো. নোমান শিক্ষার্থীদের গবেষণার বিষয় সম্পর্কে বলেন, বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা হাতেকলমে গবেষণা সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছে। ভবিষ্যতে তারা আরও গবেষণার প্রতি উৎসাহী হবেন বলে মনে করেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মাহমুদুল হাসান জানান, বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীরা গবেষণার মাধ্যমে থিসিস তৈরি করেন। সেই থিসিস উপস্থাপনের মাধ্যমেই ২০২০ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের মাস্টার্স প্রোগ্রামের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। পাবলিক হেলথ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করেন শিক্ষার্থীরা। অপর শিক্ষার্থী ফারহানা রাজ্জাক ইভা জানান, করোনার মধ্যে আমাদের ব্যাচের শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হয়। অনলাইনে ক্লাসের পরে সরাসরি গাজীপুরের বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সরাসরি ক্লাস শুরু হয়। শিক্ষকদের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে নানান বিষয়ে গবেষণায় অংশ নেন ২০২০ ব্যাচের মূল ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীরা। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশে প্রথমবারের মতো সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষায়িত মাস্টার অব পাবলিক হেলথ বিষয়ে প্রোগ্রাম চালু করেছে।

বাউবিতে জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষক সেমিনার

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল আয়োজিত জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষক এক সেমিনার ০৩ এপ্রিল ২০২৩ সোমবার গাজীপুর ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে যুক্তরাষ্ট্রের University of Memphis এর পানি সম্পদ গবেষণা ফেলো Dr. Jennifer Pickering তার "Rethinking Geomorphic Drivers in Bengal: Impacts of Megafloods on Fluvial-Deltaic System Dynamics". শিরোনামের ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর গবেষণায় বাংলাদেশের নদী, নদীর পানির উৎস, পলির উচ্চতা ও সমুদ্র পৃষ্ঠের ওপর দৃষ্টিপাত করেন।

তার বর্তমান গবেষণায় দেখা যায় যে ব্রহ্মপুত্রের তিব্বতীয় উপত্যকা থেকে উৎসারিত হিমবাহ-হ্রদ বিস্ফোরণের বন্যা নিম্নস্তরের উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল, যা নুড়ি পরিবহণ করতে সক্ষম এবং উপত্যকার প্রান্তে মেগাফ্লাড- স্কেল স্রাব তৈরি করে।

সেমিনার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন Dr. Jennifer Pickering

তিনি নদী পুনরুদ্ধার ও ব্যবস্থাপনা, হিমবাহ পরবর্তী পরিবর্তনের প্রকৃতি, ব্যাপ্তি, ইত্যাদির ওপর আলোকপাত করেন। এছাড়াও তিনি জলবায়ু এবং ভূতাত্ত্বিক পার্থক্যের কারণে নদীর মৌলিক দিকসমূহ এবং জলবায়ুর প্রক্রিয়া অবস্থার পরিবর্তনশীলতার কথা উল্লেখ করেন।

সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন বাউবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার। তিনি ড. জেনিফারকে সেমিনারে তথ্যবহুল মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এছাড়া সেমিনারে যুক্তরাষ্ট্রের কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Dr. Mike Blum, বাউবির উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, ট্রেজারার অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল, রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম, ডিন ও বিভাগীয় প্রধানগণ এবং ইউনিভার্সিটি অব কানসাস এর পিএইচডি শিক্ষার্থী Zj Gao, উপস্থিত ছিলেন।

ওপেন স্কুলের ডিন অধ্যাপক ড. সাবিনা ইয়াসমিন তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, "এ সেমিনার স্কুলের মাস্টার অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এবং মাস্টার অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রোগ্রাম এর একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তিনি ড. জেনিফারকে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য ধন্যবাদ জানান । অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ওপেন স্কুলের শিক্ষক ড. মোঃ মিজানুর রহমান তার স্বাগত বক্তব্যে জিওমরফিক ডাইভারস ইন বেঙ্গল এবং বাংলাদেশে জলবায়ু ও পরিবেশগত পরিবর্তনের ওপর গবেষণা করায় জেনিফারের প্রশংসা করেন। বাউবির প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষক এবং কর্মকর্তা কর্মচারী সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিশ্বে আজ রোল মডেল বাংলাদেশ- ড. মাহবুবা নাসরীন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার মিলনায়তনে সেন্টার ফর ডিসঅ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) কর্তৃক ৪ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে 'প্রকল্প পরিচিতি' আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী হাবিবুন নাহার এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিডিডি এর নির্বাহী পরিচালক এ.এইচ.এম নোমান খান। 'Participation of Persons with Disabilities in Disaster Risk Reduction: Developing theoretical model for gender responsive resilience and intersectionality' নামক প্রকল্পটির সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে Gender Responsive Resilience and Intersectionality in Policy and Practice (GRRIPP) দক্ষিণ এশিয়া যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ কর্তৃক পরিচালিত। সিডিডি টিমের পক্ষ থেকে প্রকল্প পরিচিতি শোনার পর বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন; (Regional Lead, GRRIPP South Asia) বলেন, " বিশ্বে রোল মডেল আজ বাংলাদেশ। দুযোর্গ ঝুঁকি হ্রাসে সিডিডি এর প্রতিবন্ধীবান্ধব মডেল সরকারের দুর্যোগ সহনশীল নীতি নির্ধারণে মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে"।

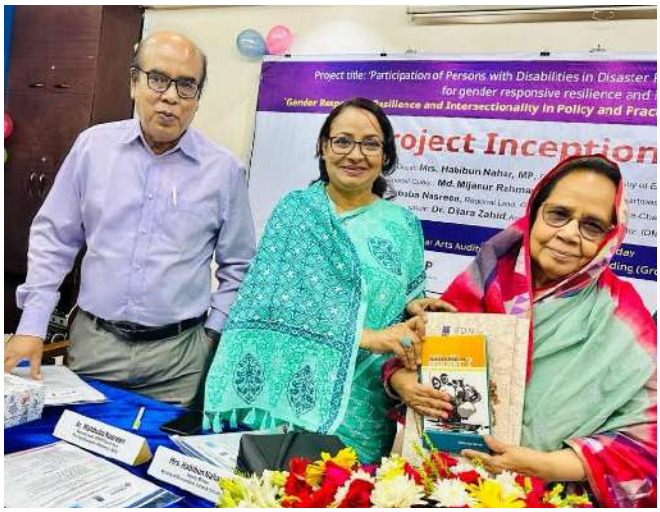

এছাড়াও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নারী-পুরুষের সমতা, নারীদের সহনশীল ভূমিকা ও সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিকরণ নিয়ে তিনি বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল ও বর্তমান অবস্থা নিয়েও আলোকপাত করেন। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ড. দিলারা জাহিদ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষামন্ত্রীর মাতার মৃত্যুতে বাউবি উপাচার্যের শোক প্রকাশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি-এর মাতা ও ভাষা বীর এম এ ওয়াদুদের সহধর্মিণী রহিমা ওয়াদুদ (৮৯) বার্ধক্যজনিত কারণে ৬ এপ্রিল ২০২৩ শনিবার বেলা ১২.০০ টায় রাজধানী কলাবাগান নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি ১ ছেলে ও ১ মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপির মাতার মৃত্যুতে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার গভীর শোক প্রকাশ করেন। মাননীয় উপাচার্য মরহুমার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান।

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপির মাতার মৃত্যুতে উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, ট্রেজারার অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল ও রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপির মাতার প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত।

বিএ/ বিএসএস পরীক্ষা ২০২০ এর ফল প্রকাশ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০২০ সালের বিএ/ বিএসএস পরীক্ষার ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সেমিস্টারের বিষয়ভিত্তিক ফলাফলসহ চূড়ান্ত ফল ১০ এপ্রিল ২০২৩ সোমবার প্রকাশিত হয়। পাসের হার শতকরা ৭০.১৯। উক্ত পরীক্ষায় ৬টি সিমিস্টারে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩,৪৯,৭৮৯ জন এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী সংখ্যা ২,৬০,৬৫৩ জন। চূড়ান্ত পরীক্ষায় ৪৫,২৬২ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে ৩১,৭৬৯ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১জন A- , ১৭৩ জন B+, ২,৬৭৭ জন B, ৯,৪৮১ জন B-, ১১,৭৭৯ জন C+, ৬,৬২৭ জন C এবং ১,০৩১ জন C- গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১৭,৯৫০ জন ছাত্র এবং ১৩,৮১৯ জন ছাত্রী ।

চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ফলাফল result.bou.ac.bd ও Semester/Detail Result- exam.bou.ac.bd এবং বাউবির সকল আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রে পাওয়া যাবে।

শহিদ আহ্সান উল্লাহ্ মাস্টার এর শাহাদত বার্ষিকীতে বাউবির পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার।

গাজীপুরের কৃতি সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা ভাওয়াল বীর শহিদ আহ্সান উল্লাহ্ মাস্টার এমপির ১৯তম শাহাদত বার্ষিকীতে ০৭ মে ২০২৩ রবিবার তাঁর কবরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার। এ সময় বাউবির ট্রেজারার অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল, রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম, বাউবি শিক্ষক সমিতি, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষক ফোরাম, বাউবি ডিরেক্টরস কাউন্সিল, বঙ্গবন্ধু আদর্শে বিশ্বাসী কর্মকর্তা পরিষদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সিইডিপির শিক্ষক প্রশিক্ষণ সোনার মানুষ গড়তে সরকার বদ্ধ পরিকর

উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার

শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সঠিক নির্দেশনার মাধ্যমে জাতি তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছায়। রূপকল্প ২০৪১ ও শিক্ষার স্বরূপ নিয়ে সরকারের ভাবনা ও পরিকল্পনা আমাদের সেই নির্দেশনা দেয়। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ সম্পন্ন যোগ্য দক্ষ, অভিজ্ঞ সোনার মানুষ গড়তে সরকার বদ্ধ পরিকর। এ জন্যই সরকার প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষাসহ কারিগরি ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের বিশ্বমানের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। একজন শিক্ষকই পারেন- একটি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী জাতি গড়তে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের লেকচার গ্যালারিতে ০৭ মে ২০২৩ রবিবার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে কলেজ শিক্ষার মানোন্নয়নে গৃহীত কলেজ এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (সিইডিপি) আওতায় সশরীরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার এসব কথা বলেন ।

সিইডিপির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য স্থপতি অধ্যাপক ড. নিজামউদ্দিন আহমেদ। এ প্রশিক্ষণে রিসোর্সপার্সন হিসেবে রয়েছেন মালয়েশিয়ার নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সিমরানজিট কাউর জজ, ড. সুরিয়া সেলাসি বিনতে এনজিত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিইডিপির উপ-প্রকল্প পরিচালক আব্দুর রহমান। এ প্রশিক্ষণে প্যাডাগোজিভিত্তিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারি-বেসরকারি কলেজের ১২০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করছেন। শিক্ষার্থীদের পাঠদানের নানা কৌশল ও পদ্ধতি শেখানোর এই প্রশিক্ষণ চার মাসব্যাপী চলবে। ৪০ জন করে ৩টি ব্যাচে (৪৪, ৪৫ ও ৪৬তম) এই প্রশিক্ষণের মডিউল সাজানো হয়েছে।

বৈশ্বিক মন্দার ঝুঁকি শীর্ষক লেকচার অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব বিজনেস-এর Open Business Talk কার্যক্রমের অংশ হিসেবে Open Business Distinguished Lecture Series এর প্রথম লেকচার ৯ মে ২০২৩; মঙ্গলবার গাজীপুরস্থ বাউবির বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। বৈশ্বিক মন্দার ঝুকি : বাংলাদেশ কি প্রস্তুত? শীর্ষক এ লেকচারে প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের ইকোনোমিক্স অ্যান্ড ফিন্যান্সের অধ্যাপক ড. বিরুপাক্ষ পাল। তিনি তার দীর্ঘদিনের গবেষণা ও বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ হিসেবে কাজ করার নানা অভিজ্ঞতা, বাস্তবতা, সম্ভবনা ও প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরেন। বিরুপাক্ষ পালের মতে, মধ্যম আয়ে পৌঁছার পর প্রতিটি দেশে ব্যাপক কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয়।

সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপনা করছেন অধ্যাপক ড. বিরুপাক্ষ পাল

আমাদের জীবনের কৈশোরের মতো। এ পরিবর্তনের ঝুঁকি অনেক বেশি। সঠিক ও সবল প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে যে দেশ এই পরিবর্তন চালিত করতে পারে, সে দেশই দ্রুত উচ্চ আয়ে পৌঁছতে পারে। অধিকাংশ দেশই এতে ব্যর্থ হয়। কারণ, কোনো দেশ মধ্যম আয়ে পৌঁছানোর সঙ্গেই সে দেশের ধনী ও ক্ষমতাবানদের লুণ্ঠন প্রবণতা বেড়ে যায়। বাংলাদেশকে তিনি সম্ভাবনার অপার ক্ষেত্র হিসেবে উল্লেখ করেন। তবে, লুণ্ঠনকারী ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক দৌড়াত্বকে নিয়ন্ত্রণে রাখাটা সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। কোভিডকালীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সুরক্ষাকে বিজয় হিসেবে দেখেন তিনি। গ্রাম ও শহরের দূরত্ব কমিয়ে, সেবার মান বৃদ্ধি ও প্রযুক্তিসহ সৃজনশীল কর্মক্ষেত্র সৃষ্টিকে অর্থনীতির উড্ডয়ন নির্দেশক হিসেবে তুলে ধরেন তিনি। রাজধানী ঢাকার সম্প্রসারণ, জীবনযাত্রা, অবকাঠামো উন্নয়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনকে তিনি সরকারের ইতিবাচক পরিকল্পনা হিসেবে তুলে ধরেন ড. বিরুপাক্ষ পাল।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ড. বিরুপালকে ক্রেস্ট ও লাল-সবুজের উত্তরীয় পরিয়ে দেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু, উপ-উপাচার্য(শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, বিভিন্ন স্কুলের ডিন, শিক্ষক, পরিচালক ও কর্মকর্তাবৃন্দ। বাউবি'র ট্রেজারার ও স্কুল অব বিজনেসের ডিন অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামালের সভাপতিত্বে ও উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রথম লেকচারটি সু-সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানটির সমন্বয়ক হিসেবে ছিলেন স্কুল অব বিজনেসের সহকারী অধ্যাপক আসমা আক্তার শেলী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন স্কুল অব বিজনেসের শিক্ষক সিবাত মাসুদ।

বাউবির এসএসসি পরীক্ষা শুরু

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) পরিচালিত এসএসসি (মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট) পরীক্ষা-২০২৩, শুক্রবার ১২ মে ২০২৩ তারিখ থেকে শুরু। সারাদেশের জেলা উপজেলা পর্যায়ের সরকারি বেসরকারি স্কুলে ২২১ টি পরীক্ষাকেন্দ্রে একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে মোট ৪০ হাজার ১৪ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবেন। এর মধ্যে পুরুষ পরীক্ষার্থী ২৫ হাজার ১ শত ৫১ জন এবং নারী পরীক্ষার্থী ১৪ হাজার ৮ শত ৬৩ জন। এ পরীক্ষা ৯ জুন ২০২৩ শুক্রবার শেষ হবে। প্রতিবারের মতো এবারও, প্রশাসনের সহযোগিতায় নকলমুক্ত পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এছাড়াও বাউবি থেকে ভিজিল্যান্স টিম বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রেরণ করা হবে।

কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) প্রোগ্রামের ওরিয়েন্টেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির অধীনে পরিচালিত বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) প্রোগ্রামের ওরিয়েন্টেশন ১৯ মে ২০২৩ শুক্রবার গাজীপুর মূল ক্যাম্পাসের বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

সিএসই প্রোগ্রামের ওরিয়েন্টেশন অংশগ্রহণকারীগণ।

স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ডিন অধ্যাপক ডা. সরকার মো: নোমানের সভাপতিত্বে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাউবির উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু। স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির অধ্যাপক ও সিএসই প্রোগ্রামের সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. কে এম রেজানুর রহমান। প্রোগ্রাম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এসএসটির সহযোগী অধ্যাপক ড. মামুনুর রশীদ। প্রোগ্রামটি সঞ্চালনা করেন স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির সহকারী অধ্যাপক মশিউর রহমান।

ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্র স্টাডি সেন্টার ও ডুয়েট স্টাডি সেন্টারের মোট ১৩০ জন শিক্ষার্থী এ ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে অংশ নেন।

বাউবিতে "চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত কর্মশালা"

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) ও ইনোভেশন টিমের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ" শীর্ষক ফেস-২ এর দিনব্যাপী এক কর্মশালা ২২ মে ২০২৩ রবিবার গাজীপুরস্থ ক্যাম্পাসের বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে বাউবির উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ট্রেজারার অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল উপস্থিত ছিলেন।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ" শীষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ

বাউবির আইকিউএসির পরিচালক অধ্যাপক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় রিসোর্সপার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

আইসিটি ডিভিশনের এটুআই প্রোগ্রামের কনসালটেন্ট ও উপ-সচিব আবু সালেহ মোঃ মাহফুজুল আলম। এছাড়াও কর্মশালায় বাউবির রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম, আইকিউএসির অতিরিক্ত পরিচালক ড. সাদিয়া আফরোজ সুলতানা ও ইনোভেশন টিমের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন । এ কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের ৫৯ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তা অংশ নেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে মানববন্ধন

উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতারের নেতৃত্বে মানববন্ধনে অংশ নেন বাউবি পরিবার।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে মঙ্গলবার ২৩ মে ২০২৩ বাউবি শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে বাউবির গাজীপুর ক্যাম্পাসে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মূল ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকের সামনে অনুষ্ঠিত এ মানববন্ধনে অংশ নেন বাউবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, ট্রেজারার অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল, রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম, ডিন, পরিচালকবৃন্দ, বাউবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুস সাত্তার, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মেহেরীন মুনজারীন রত্না এবং ডিরেক্টরস কাউন্সিলসহ প্রায় পাঁচ শতাধিক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার কাজের চেয়ে ভূমিকম্পের পূর্বের প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার

ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার কাজের চেয়ে ভূমিকম্পের পূর্বের প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্যোগের সচেতনতা সৃষ্টির ব্যাপারে আকর্ষণীয় মোবাইল গেমের মাধ্যমে শিশু ও তাদের বাবা-মায়েদের ভূমিকম্পসহ বিভিন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতন ও প্রস্তুত করা সম্ভব। Gender Responsive Resilience and Intersectionality in Policy and Practice (GRRIPP) South Asia আয়োজিত রেজিলিয়েন্স টক: আর্থকুইক রিস্ক ইন বাংলাদেশ: অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড প্রিপারেডনেস" নামক সেমিনারে ২৫ মে ২০২৩ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী অডিটোরিয়ামে বাউবির মাননীয় উপাচার্য বিশিষ্ট ভূমিকম্পবিদ অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার এসব কথা বলেন। তিনি ভূমিকম্পের প্রস্তুতির জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকম্পের মহড়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশিষ্ট ভূমিকম্পবিদ অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে ভূমিকম্প ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রায়োগিক কৌশলসমূহ ব্যাখ্যা করেন।

রেজিলিয়েন্স টক: আর্থকুইক রিস্ক ইন বাংলাদেশ: অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড প্রিপারেডনেস" নামক সেমিনারের অংশগ্রহণকারী অতিথিবৃন্দ।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) ও GRRIPP দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক প্রধান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইডিএমভিএস এর কো-ফাউন্ডার অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন। তিনি তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে সেমিনারের মাহাত্ম্য এবং ভূমিকম্প সচেতনতা ও প্রস্তুতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং সার্বজনীন আগাম সতর্কতা প্রচারের ক্ষেত্রে জেন্ডার এর উর্ধ্বে গিয়ে সকলকে চিন্তা করার আহবান জানান তিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইডিএমভিএস এর পরিচালক ড. দিলারা জাহিদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের ডিন ড. জিয়া রহমান।

সেমিনারে সমসাময়িক ভূমিকম্প প্রবণতা নিয়ে ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ এর শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও ভূমিকম্পের নানা বিষয় নিয়ে তাদের অনুভূতি, অভিজ্ঞতা এবং সচেতনতা জ্ঞাপন করেন। সমাপনী বক্তব্যে ডা. দিলারা জাহিদ সেমিনারের মূল বিষয়গুলি সংক্ষেপে বিবৃতি প্রদান করেন। সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভারনাবিলিটি স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়েল শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণ অংশ নেন।

বাউবির নিশ-২ পরীক্ষা-২০২২ শুরু

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি ও এইচএসসি নিশ-২ (বহিঃ বাংলাদেশ) প্রোগ্রামের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা-২০২২ ২৬ মে ২০২৩; শুক্রবার থেকে বাংলাদেশ সময় যথাক্রমে সকাল ১১ টা ও বিকাল ৫ টায় একযোগে দক্ষিণ কোরিয়া, সৌদি আরব ও কাতারে অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার রুটিনসহ বিস্তারিত তথ্য www.bou.edu.bd ওয়েবসাইট থেকে জানা গেছে।

বাউবি শিক্ষকের "নতুন কুঁড়ি" প্রকল্প আইসিটি উদ্ভাবনী ফান্ডের জন্য মনোনীত

দেশে শিশু মৃত্যুহার হ্রাসের লক্ষ্যে এবং জন্মকালীন শ্বাসরুদ্ধতা নির্ণয়ে, "নতুন কুঁড়ি" নামে মেশিন লার্নিংভিত্তিক একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি শীর্ষক প্রকল্প নিয়ে কাজ করছেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামের শিক্ষক সম্রাট কুমার দে। এই প্রকল্পের আওতায় সারাদেশের নির্দিষ্ট হাসপাতাল থেকে নবজাতক শিশুর কান্না সংরক্ষণ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে Birth Asphyxia বা জন্মকালীন শ্বাসরুদ্ধতা নির্ণয় করা হবে।

জন্মের পরে ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুকে নবজাতক বলা হয়। এই সময়ের মধ্যে মৃত্যু হলে তাকে নবজাতকের মৃত্যু বলা হয়। বাংলাদেশে নবজাতক শিশুর মৃত্যুহারের অন্যতম প্রধান কারণ জন্মকালীন শ্বাসরুদ্ধতা বা Birth Ashpyxia। ইউনিসেফ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে সর্বমোট শিশু মৃত্যুর হার হিসেবে ২৩% শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ হলো Birth Asphyxia বা জন্মকালীন শ্বাসরুদ্ধতা।

"নতুন কুঁড়ি" সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক সম্রাট কুমার দে বলেন "চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্বাস্থ্যখাতে অগ্রগামী প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। এই প্রথমবার নবজাতক শিশুর কান্না বিশ্লেষণের মাধ্যমে জন্মকালীন শ্বাসরুদ্ধতা নির্ণয় এবং দেশের প্রথম নবজাতকের কান্নার ডাটাসেট তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আইসিটি উদ্ভাবনী ফান্ডের আওতায় "নতুন কুঁড়ি" প্রকল্পটি মনোনীত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ মনে করে, প্রকল্পটি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অভিনব উদ্ভাবনের মাধ্যমে নতুন সেবা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

বাউবি এবং ভিয়েতনামের হো চি মিন সিটি ওপেন ইউনিভার্সিটির মধ্যে সমঝোতা চুক্তি

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভিয়েতনামের হো চি মিন সিটি ওপেন ইউনিভার্সিটির (HCMCOU ভিয়েতনাম) মধ্যে একাডেমিক প্রোগ্রাম, শিক্ষাদান ও গবেষণায় সহযোগিতা বিনিময় সম্পর্কিত একটি সমঝোতা স্মারক (MOU) ২৯ মে ২০২৩ স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ গবেষক এবং বাউবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার এবং ভিয়েতনামের হো চি মিন সিটি ওপেন ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. গুয়েন মিন হা এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অনুষদের কর্মকাণ্ড এবং উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বিনিময় হবে। এছাড়াও এ চুক্তির মাধ্যমে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ই যৌথ সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং কনফারেন্সের আয়োজন করতে সম্মত হয়েছে।

বাউবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আক্তার এই এমওইউর সম্ভাবনা সম্পর্কে বলেন, "অনেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী এখন ভিয়েতনামে পড়াশোনা করছে। এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে, যা বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।"

সিটিজেন চার্টার: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবার মান উন্নয়ন শীর্ষক কর্মশালা

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) ও সেবা প্রদান কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত " সিটিজেন চার্টার: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবার মান উন্নয়ন শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা ০১ জুন ২০২৩ বৃহস্পতিবার গাজীপুরস্থ ক্যাম্পাসের বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

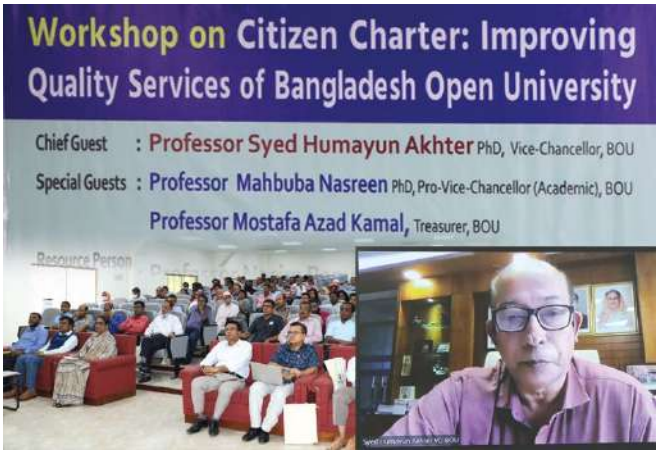

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বাউবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বাউবির মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন ও ট্রেজারার অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালার রিসোর্সপার্সন বাউবির উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বাউবির রেজিস্ট্রার ও এপিএ টিম লিডার ড. মহা: শফিকুল আলম এবং আইকিউএসি-এর পরিচালক অধ্যাপক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম।

কর্মশালায় সঞ্চালনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আইকিউএসির অতিরিক্ত পরিচালক ড. সাদিয়া আফরোজ সুলতানা।

এ কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা প্রদান কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যগণ এবং বিভিন্ন স্তরের ১০৭ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তা অংশ নেন।

ইতালিতে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রম শুরু

আমাদের দেশের প্রবাসী রেমিটেন্স যোদ্ধাদের পর্যাপ্ত শিক্ষার সুযোগ করে দিতে পারলে তারাই হবে এ দেশের দক্ষ জনবল এবং তাদের দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোর্স চালু করা হবে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার ইতালিতে বাউবির শিক্ষাকার্যক্রম (নিশ-২) এসএসসি, এইচএসসি ও বিএ/বিএসএস প্রোগ্রাম উদ্বোধন করে ১ জুন ২০২৩ বৃহস্পতিবার অনলাইনে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন, উপাচার্য সৈয়দ হুমায়ুন আখতার আরও বলেন বাউবির বিভিন্ন প্রোগ্রাম দক্ষিণ কোরিয়া থেকে শুরু হয়েছিল যা কোভিড-১৯ এর কারণে কিছুটা বিঘ্নিত হলেও আমরা পুনরায় তা সফলভাবে নিয়ে আসতে পেরেছি, তার অনবদ্য প্রমাণ পাওয়া যায় সেখানে অবস্থানরত প্রবাসীদের উৎফুল্ল অংশগ্রহণ। আমাদের দেশের প্রবাসীরা যারা বিভিন্ন কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রবাসে অবস্থান করে আমাদের দেশকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নতিতে অংশগ্রহণ করছেন, আমরা যদি এসব জনবলকে পর্যাপ্ত শিক্ষার সুযোগ করে দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে টিকে থাকার সুযোগ করে দিতে পারি তাহলে তারাই হবে এ দেশের দক্ষ জনবল। প্রবাসে যারা পরিবার নিয়ে বসবাস করেন তাদের সন্তানদের বাংলা সংস্কৃতির সংস্পর্শে রাখা এবং তাদের জন্য দেশীয় সংস্কৃতি চর্চা ও বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি কথা জোর দিয়ে উল্লেখ করেন।

তিনি আরও বলেন, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে রূপকল্প স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার সেখানেও তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে, প্রকৃত পক্ষে এটাই হবে আমাদের অর্জন। এরই ফল স্বরূপ আমরা আমাদের প্রোগ্রাম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় সম্প্রসারণে কাজ করছি। আমাদের দেশের প্রবাসীরা বেশির ভাগই সেখানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাবে তারা হীনমন্যতায় ভোগে, মানসিক অবনতি ঘটে। বাউবি তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাদেরকে যদি সনদের ব্যবস্থা করে দেয়, তাহলে তারা তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে এবং তাদের দক্ষতা দিয়ে কাজ করে নিজের ভালো অবস্থান তৈরি করতে পারবে। এতে আমাদের আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সুনাম বৃদ্ধিপাবে এবং আমাদের অর্থনৈতিক ধারা চলমান থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন উপাচার্য।

সভায় ইতালিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মো: শামিম আহসান বলেন ইউরোপের মধ্যে ইতালিতে প্রবাসি বাংলাদেশীদের অবস্থান দ্বিতীয়। প্রায় দুই লক্ষ বাংলাদেশি প্রবাসী ইতালিতে বসবাস করেন। তারা জীবিকার সন্ধানে অনেকে পড়াশোনা শেষ না করেই ইতালিতে পাড়ি জমান। এরকম প্রবীসরা বাউবির নিশ-২ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ডিগ্রী অর্জন করে তাঁদের জীবনমান উন্নত করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন প্রবাসীরা বাউবির এ শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি ও আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং পেশাগতভাবে অনেক সুবিধা পাবে। জাতির পিতার সোনার বাংলা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

মতবিনিময় সভায় আরও বক্তব্য রাখেন বাউবির উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম, ওপেন স্কুলের ডিন অধ্যাপক ড. সাবিনা ইয়াসমিন, সামজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুলের ডিন অধ্যাপক ড. মো: জাহাঙ্গীর আলম, ইতালির বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব (শ্রম কল্যাণ) আসিফ আনাম সিদ্দিক, ইতালির বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) মো: আসফাকুর রহমান, কাউন্সিলর অ্যান্ড হেড অব চ্যানসেরি মো: জসিম উদ্দিন ও প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) আয়শা আকতার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাউবির ইন্টারন্যাশনাল একাডেমিক প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম-পরিচালক এমএস সঙ্গীতা মোরশেদ।

বাউবিতে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার এর নেতৃত্বে বাউবি ক্যাম্পাসে র‍্যালি করছেন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।

প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে- সামিল হই সকলে এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত হলো বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২৩। বাউবির আয়োজন এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও গবেষণামূলক সংস্থা জিআরআরআইপিপি (সাউথ এশিয়া) সহযোগিতায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতারের নেতৃত্বে দিবসটি উপলক্ষ্যে গাজীপুর ক্যাম্পাসে সকালে বৃক্ষরোপণ, সচেতনতা ও বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বলেন, প্রতিবছর হাজার হাজার টন প্লাস্টিক খাল বিল নদীনালায় নিক্ষিপ্ত হয়ে পরিবেশ ও জীববৈচিত্রের ক্ষতি করছে। মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা খাদ্য, পানি ও বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। একদিকে বাড়ছে যথেচ্ছা প্লাস্টিকের ব্যবহার অন্যদিকে চলছে বৃক্ষ নিধন। ফলে, বাংলাদেশ আজ ভূমিকম্পসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশকে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যেতে চাইলে পরিবেশ ভারসাম্যের ওপর জোর দিতে হবে। #

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) ও জিআরআরআইপিপি -এর রিজুয়নাল লিড অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঝুঁকি মোকাবেলায় আজকের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এই আয়োজন অনুকরণীয় ও মডেল হয়ে থাকবে। এছাড়াও, বৃক্ষরোপণ ও বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানটিতে অংশ নেন ট্রেজারার অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল, রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম, বিভিন্ন স্কুলের ডিন, পরিচালকবৃন্দ, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ, বাউবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আনোয়ারুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সাত্তার, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মেহেরীন মুনজারীন রত্না, ডিরেক্টরস কাউন্সিল, বাউবি সৌন্দর্যবর্ধন কমিটির আহ্বায়ক ড. মো. শহীদুর রহমানসহ বাউবি ল্যাবরেটরি স্কুলের প্রায় শতাধিক কোমলমতি শিক্ষার্থী। পরে, ফুল, ফল এবং ঔষধিসহ নানা জাতের বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

‘ছয় দফার মাধ্যমে স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হয়েছে’-

আ. ক. ম মোজাম্মেল হক

ছয় দফাকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতা চিন্তা করা যায় না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফার মাধ্যমে পুরো জাতিকে একত্রিত ও উজ্জীবিত করেছিলেন। তাই ছয় দফাকে আমাদের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র- কোনো বাক্য ব্যয় ছাড়াই কথাটি স্বীকার করতে হবে। ছয় দফার মাধ্যমে আমাদের অন্তর্নিহিত এক দফা দাবি ‘স্বাধীনতা’ বাস্তবায়িত হয়েছে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বুধবার ০৭ জুন ২০২৩; সকাল ১১ টায় ‘স্বাধীনতার মূলমন্ত্র: ছয় দফা’ শীর্ষক গণবক্তৃতায় প্রধান অতিথি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট আ. ক. ম মোজাম্মেল হক এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও বঙ্গবন্ধু ছয় দফা থেকে পিছিয়ে আসেন নি। তাই, বাংলাদেশের ইতিহাসে ছয় দফাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, স্বর্ণখচিত এক অধ্যায় হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। বাউবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতারের সভাপতিত্বে এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন ও ট্রেজারার অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল।

বাউবিতে‘স্বাধীনতার মূলমন্ত্র: ছয় দফা’ শীর্ষক গণবক্তৃতায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট আ. ক. ম মোজাম্মেল হক এমপি।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বলেন, বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা একটি দূরদর্শী ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ছিল। ছয় দফা জাতিকে সাহস যুগিয়েছে, মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছে। এরপর ৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচন ও ৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ সব কিছুই অন্তর্নিহিত ছিলো ছয় দফায়। তিনি আরও বলেন, বিশ্বে বাংলাদেশ আজ রোল মডেল। যদি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেওয়া পদক্ষেপ ও মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হয় তবেই আমরা বিশ্বের বুকে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে টিকে থাকতে পারবো। তিনি সকলকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দর্শন লালন করে সততা ও নিষ্ঠার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বাউবির শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও বাউবি ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষার্থীসহ প্রায় সাত শতাধিক শ্রোতানুরাগী ও সতীর্থ উপস্থিত ছিলেন। গণবক্তৃতায় সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাউবির রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সজল রঞ্জন ঘোষ।

সেবার গুণগত মানোন্নয়নে অবহিতকরণ সভা

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে ১৩ জুন ২০২৩ মঙ্গলবার ‘‘সেবার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে অভিযোগের সংখ্যা হ্রাসকরণে আমাদের করণীয়’’ শীর্ষক অবহিতকরণ সভা বেলা ১১ টায় বাউবির সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বাউবির রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম বলেন, সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব হলো সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করা।

‘‘সেবার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে অভিযোগের সংখ্যা হ্রাসকরণে আমাদের করণীয়’’ শীর্ষক অবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণকারীগণ

সেবাটি যাতে আমরা সঠিক সময়ে দিতে পারি এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন ও ভোগান্তিবিহীন জনসেবা নিশ্চিত করতে হবে। বাউবি অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন গৃহীত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের ফলে সেবার মান বৃদ্ধি পাবে ফলে শিক্ষার মান বাড়বে, বাড়বে শিক্ষার্থী সংখ্যা ও সর্বোপরি বাউবির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। সভায় স্টুডেন্ট সাপোর্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস বিভাগের পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কমিটির আহ্বায়ক ড. এএইচএম আনিসুর রহমান আখন্দের সভাপতিত্বে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রশাসন বিভাগের কাউন্সিল শাখার যুগ্ম পরিচালক নাজনীন আখতার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন প্রশাসন বিভাগের কাউন্সিল শাখার উপ-পরিচালক মো: জাহাঙ্গীর আলম। সভায় বিভিন্ন বিভাগের ৪১ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

“শুদ্ধ হই, জীবন পাল্টে যাবে: কী, কেন ও কীভাবে” শীর্ষক কর্মশালা

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) ও শুদ্ধাচার কমিটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত “শুদ্ধ হই, জীবন পাল্টে যাবে: কী, কেন ও কীভাবে” শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা ১৪ জুন ২০২৩ বুধবার গাজীপুরস্থ ক্যাম্পাসের বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাউবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য বলেন, ব্যক্তি জীবনে নিজেকে যদি সৎ রাখতে পারি, অন্যের প্রতি সঠিকভাবে দায়িত্বপালন করতে পারি তাহলে হেলদি সোসাইটি গড়ে ওঠবে। যে কোনো বিষয়ের সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রুপ স্টাডির ব্যবস্থা ও সমন্বিত প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালনের নির্দেশ প্রদান করেন। অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটিকে ইভালুয়েশন সেশন দেওয়ার বিষয়ে তাগিদ দেন।

“শুদ্ধ হই, জীবন পাল্টে যাবে: কী, কেন ও কীভাবে” শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার

বাউবির ট্রেজারার ও শুদ্ধাচার কমিটির সভাপতি এবং কর্মশালার রিসোর্সপার্সন অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামালের সভাপতিত্বে কর্মশালায় রিসোর্সপার্সন হিসেবে উপস্থিত থেকে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও শুদ্ধাচার: অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বাউবির রেজিস্ট্রার ও এপিএ টিম লিডার ড. মহা: শফিকুল আলম। শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে বাউবি: বিধি বিধান বিষয়ে উপস্থাপন করেন ওপেন স্কুলের সহযোগী অধ্যাপক ও শুদ্ধাচার কমিটির বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট ড. মো: জাকিরুল ইসলাম।

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাউবির আইকিউএসি-এর পরিচালক অধ্যাপক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আইকিউএসির অতিরিক্ত পরিচালক ড. সাদিয়া আফরোজ সুলতানা। এ কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের ৬৭ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তা অংশ নেন।

গবেষণা ও জরিপের জন্য বাউবি একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান- উপাচার্য

একলা চলরে এর পথ পরিহার করে পারস্পরিক সমন্বয়, সমঝোতা, অংশীদারিত্বের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এই ব্রতকে কাজে লাগিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করে যাচ্ছে। ১৫ জুন ২০২৩, বৃহস্পতিবার গাজীপুর ক্যাম্পাসে উপাচার্যের কনফারেন্স হলে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণায় পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক চুক্তি অনুষ্ঠানে বাউবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার সভাপতির বক্তব্যে এসব বলেন। তিনি আরও বলেন, বাউবির সাথে পাবিপ্রবির আজকের এই চুক্তির মাধ্যমে উভয় প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা ও রিসোর্স শেয়ারিং এবং বাউবির মিডিয়া, আইসিটি ইউনিট, ভার্চুয়াল ও অনলাইন ক্লাসরুম ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রে গুণগত মানোন্নয়ন এবং জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটাবে।

দেশজুড়ে ১২ টি আঞ্চলিক কেন্দ্র, ৮০ টি উপ আঞ্চলিক কেন্দ্র, ১৫৬২টি স্টাডি সেন্টারের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শিক্ষা গবেষণা কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংকার, দুর্গম পাহাড়ের নৃগোষ্ঠী, শিল্প কারখনার কর্মী, অজোপাড়া গায়ের বধূ বা বৃদ্ধ কিংবা প্রবাসে থাকা রেমিটেন্স যোদ্ধা সবাইকে নিয়ে বাউবি এখন প্রায় ৯ লাখ শিক্ষার্থীর একটি বৃহৎ পরিবার। গবেষণা ও জরিপের জন্য বাউবি একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করছেন বাউবির রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম ও পাবিপ্রবির রেজিস্ট্রার বিজন কুমার ব্রাহ্ম।

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. হাফিজা খাতুন দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসোর্সকে কাজে লাগিয়ে গবেষণা ও জ্ঞান সৃজনের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে সবার সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। এ চুক্তিকে তিনি একটি মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করেন।

সমঝোতা চুক্তিতে বাউবির পক্ষে রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম ও পাবিপ্রবির পক্ষে রেজিস্ট্রার বিজন কুমার ব্রাহ্ম স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাউবির উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, পাবিপ্রবির উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এসএম মোস্তফা কামাল খান, বাউবির রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাউবির বিভিন্ন স্কুলে ডিন, পরিচালক, কর্মকর্তাসহ বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষক ফোরামের নেতৃবৃন্দ এবং পাবিপ্রবির জীব ও ভূ-বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. রাহীদুল

ইসলাম, জনসংযোগ বিভাগের উপ-পরিচালক ফারুক হোসেন চৌধুরী ও উপাচার্যের একান্ত সচিব মো: মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কাউন্সিল শাখার যুগ্ম পরিচালক নাজনীন আখতার।

বাউবি নতুন ওয়েব পোর্টাল চালু

http://bou.portal.gov.bd/

ইউজিসির নির্দেশনামতে এবং বাউবি কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বাউবির নতুন ওয়েব পোর্টাল ১৫ জুন ২০২৩ তারিখে চালু করা হয়। বাউবির এপিএ ও অন্যান্য তথ্য নির্দিষ্ট ফরমেটে সহজে একসেস করার জন্য ইউজিসির চাহিদা মোতাবেক এটি তৈরি করা হয় ।

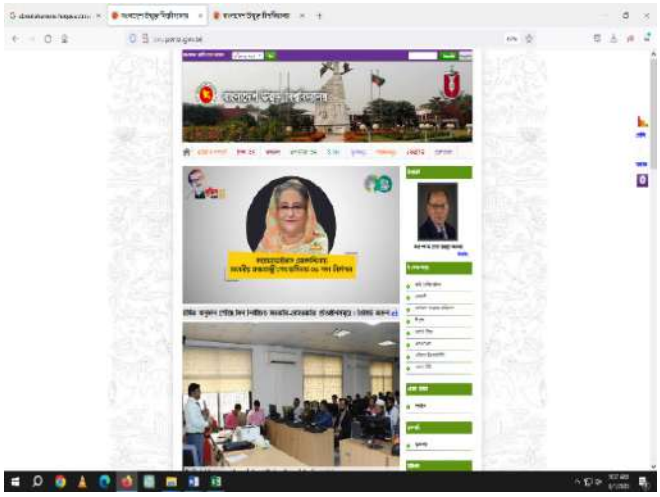

এখানে উল্লেখ্য যে, বাউবি ওয়েব পোর্টালটি সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের ওয়েব পোর্টালের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয়েছে ।

OBE Based Course Outline Development ওয়ার্কশপ

ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন বাউবির ট্রেজারার ও স্কুল অব বিজনেসের ডিন অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব বিজনেস এর উদ্যোগে OBE Based Course Outline Development ওয়ার্কশপ ১৮ জুন ২০২৩ রবিবার গাজীপুর ক্যাম্পাসের স্কুল অব বিজনেসের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বাউবির ট্রেজারার ও স্কুল অব বিজনেসের ডিন অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামালের সভাপতিত্বে দিনব্যাপী এ কর্মশালায় রিসোর্সপার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (আইইউটি) এর বিজনেস টেকনোলজি বিভাগের সহাকারী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল মামুন। কর্মশালায় স্কুল অব বিজনেস এর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কাজী গালিব আহসান, অধ্যাপক ড. মোঃ মাইনুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জহির রায়হান, অধ্যাপক ড. শাহিন আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক কায়েস বিন রহমান, সহকারী অধ্যাপক আসমা আক্তার শেলী, সহকারী অধ্যাপক আরিফুল ইসলাম ও প্রভাষক সিবাত মাসুদ উপস্থিত ছিলেন।

পাঠসামগ্রী বিতরণে সেবার মান বৃদ্ধি শীর্ষক সভা

পাঠসামগ্রী বিতরণে সেবার মান বৃদ্ধি শীর্ষক সভায় সভাপতিত্ব করছেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রোগ্রামের পাঠসামগ্রী বিতরণে সেবার মান বৃদ্ধির জন্য প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগের আয়োজনে বাউবি উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু এর সভাপতিত্বে ২য় সভা ১৯ জুন ২০২৩ সোমবার তাঁর গাজীপুরস্থ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাউবির ট্রেজারার ও স্কুল অব বিজনেসের ডিন অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল, অন্যান্য সকল ডিন, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরগণ, পরিচালক, এসএসএস বিভাগ ও পিপিডি বিভাগের স্ব স্ব প্রোগ্রাম অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও আঞ্চলিক পরিচালকগণ ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রধানগণ ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন। পিপিডি বিভাগের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আলী সভাটি পরিচালনা করেন।

সার্টিফিকেট নির্ভর মূল্যায়ন নয় বরং গবেষণা নির্ভর ফলাফলকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত - উপাচার্য

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সার্টিফিকেট নির্ভর মূল্যায়ন নয় বরং গবেষণা নির্ভর ফলাফলকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার। ২১ জুন ২০২৩ সোমবার সকালে বাউবির ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্রে ইন্সটিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল ও একাডেমিক মাস্টার প্লান প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীরা যেন স্বাধীনভাবে চিন্তা ও মানসিক বিকাশ ঘটাতে পারে সেজন্য জীবন ঘনিষ্ঠ শিক্ষা অর্জন জরুরি। শিক্ষার গুণগত

পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা উন্নত বিশ্বের মর্যাদায় পৌঁছাতে পারবো। এছাড়াও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আগামী প্রজন্মের জন্য ক্ষতির কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। নিজের মেধা ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটানোর তাগিদ দেন তিনি। কর্মমুখী শিক্ষায় জ্ঞান সৃজনের মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যৎ ঝুঁকি মোকাবেলা করতে পারবো বলেও মত প্রকাশ করেন উপাচার্য। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক সমন্বয়ক ও কর্মশালার মূখ্য রিসোর্সপার্সন মো. আখতার হোসেন বলেন, সরকারের হাতে নেওয়া মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে আমাদের জীবনে গতি বাড়বে, উর্ধ্বমুখী হবে আমাদের জিডিপি।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার

একইসাথে জীবনের মানোন্নয়নে ভাষা ও কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে আমরা প্রবাস থেকে আরও রেমিটেন্স অর্জনে সক্ষম হব। এসডিজি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই মানব কল্যাণ ও বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে এগিয়ে যাচ্ছে সরকার। কর্মশালায় রির্সোসপার্সন হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক অতিরিক্ত সচিব মো. মনিরুল ইসলাম টেকসই উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা ও একাডেমিক মাস্টার প্লান সম্পর্কে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা এবং শিক্ষাসহ নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্তর আলোকপাত করেন।

কর্মশালায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন উক্ত কমিটির সভাপতি ও উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু এবং জুম অনলাইনে যুক্ত ছিলেন ট্রেজারার অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল। কর্মশালা শেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম। কর্মশালায় বাউবির শিক্ষক কর্মকর্তাসহ ৩৮ জন অংশ নেন। কর্মশালা সঞ্চালনা করেন একাডেমিক মাস্টার প্লান প্রণয়ন কমিটির সদস্য সচিব এবং লাইব্রেরি অ্যান্ড ডকুমেন্টশন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান সঙ্গীতা মোরশেদ।

ইউজিসির সাথে বাউবির এপিএ চুক্তি স্বাক্ষরিত

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ইউজিসির সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন (এপিএ) চুক্তিতে (২০২৩-২৪) স্বাক্ষর করলো বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বাউবি। ইউজিসির পক্ষে সচিব ড. ফেরদৌস জামান ও বাউবির পক্ষে রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম এতে স্বাক্ষর করেন। শনিবার ২৪ জুন ২০২৩ রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও ৪৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

এ সময় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও ফোকালগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, দেশের বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা বর্তমান সরকারের নেই। বরং বিশ্ববিদ্যালয়কে কাঙ্খিত স্থানে পৌঁছাতে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা নিয়ে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাশে আছে। সরকারি বিধিবিধান অনুসরণ করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপির উপস্থিতিতে ইউজিসির সচিব ড. ফেরদৌস জামান ও বাউবির রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করছেন।

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ- এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আলমগীর, অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ চন্দ ও অধ্যাপক ড. মো: আবু তাহের।

সরকারের মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ; জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা; ই-গভর্ন্যান্স, উদ্ভাবন; অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি এবং তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে সার্বিক স্কোর ১০০।

উল্লেখ্য, বাউবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার ৩০ জুন ২০২১ এ দায়িত্বভার গ্রহণের পর কাজের গতি, সৃজনশীলতা এবং এপিএতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে প্রতিষ্ঠানটি। ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ মূল্যায়নে ১৬ ধাপ এগিয়ে ৯০.৪৯ পয়েন্ট পেয়ে দেশের ৪৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাউবি ৪র্থ স্থান অর্জন করে।

এপিএ মূল্যায়নে যথাক্রমে প্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (৯৯.৪৭), দ্বিতীয় ও তৃতীয় শীর্ষস্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (৯৪.৪৮) এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (৯৩.৭৫) এর উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও ফোকাল পয়েন্টদের মাঝে পুরস্কার হিসেবে সার্টিফিকেট প্রদান করেন শিক্ষামন্ত্রী।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাউবির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা

ড. মেজবাহ উদ্দিন তুহিন

প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাসেবা পৌঁছে দিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করে চলেছে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের দেশের পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণ দুর্গম পাহাড়ি জনপদে বাউবির মাধ্যমে লেখাপড়া করে অনেকেই স্বাবলম্বী হয়েছেন। বাউবির শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে তারা নিজেদের সম্পৃক্ত করে চলেছেন। চৈতালি চাকমার বয়স ৩৪ বছর। খাগড়াছড়ি পার্বত্য এলাকায় বসবাস করেন।

পারিবারিক কারণে ছোট বেলায় তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় পরবর্তী সময়ে তিনি বাউবি থেকে এসএসসি পাশ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রজেক্টে কাজ যোগাড় করে নেন। কাজ করতে করতে নিজের উপার্জনের টাকা দিয়ে বাউবি থেকে এইচএসসি এবং বিএসএস সম্পন্ন করেন। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে চাকরির পাশাপাশি তিনি একজন উদ্যোক্তা। অনলাইনে কাপড়ের ব্যবসা করেন। পাহাড়ি ভূমিতে ব্যবসায়িক ভাবে একটি ফলজ বাগানও তৈরি করেছেন। তিনি জানান, চাকরি এবং সফল ব্যবসা দুটোর জন্যই লেখাপড়া প্রয়োজন।

খাগড়াছড়িতে বাউবি'র বিভিন্ন প্রোগামের ক্ষুদ্র্নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থী

লেখাপড়া না জানলে কর্মস্থলে উন্নতি করা যায়না অফিসে বসের নানা কথা শুনতে হয়। ব্যবসায়ে সফলতা এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। যখন আমি লেখাপড়া জানতামনা তখন অনেকেই আমাকে ব্যবসায়ে ঠকিয়েছেন, কর্মস্থলে নানা বঞ্চনা সহ্য করতে হয়েছে। বাউবি আমার জীবন পাল্টে দিয়েছে। বউবি না থাকলে আজ আমি স্বনির্ভর হতে পারতামনা। কাজের পাশাপাশি বাউবি থেকে মাস্টার্স করে আরও সামনে এগিয়ে যেতে চাই। তিনি দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অবদান রাখতে চান।

রেখা ত্রিপুরা বয়স ২০ বছর। বাউবির খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ স্টাডি সেন্টারের এইচএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী এবং পাশাপাশি একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করেন। খাগড়াছড়ির ঠাকুরছড়া থেকে বাইশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে নিয়মিত টিউটোরিয়াল ক্লাশ করতে আসেন খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ স্টাডি সেন্টারে। নিজের লেখাপড়ার খরচ নিজেই বহন করে উপরন্ত বাবাকে সংসারে সাহায্য করেন। পাঁচ বছর বয়সে মাকে হারিয়েছেন। দীর্ঘ দিন সৎ মায়ের সাথে ক্ষেতে খামারে কৃষি কাজ করেছেন। মাঠে কাজ করতে গিয়ে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় এক শিক্ষকের কাছে বাউবি সম্পর্কে জানতে পেরে ভর্তি হন বাউবির এসএসসি প্রোগ্রামে পাশাপাশি একটি কাপড়ের দোকানে কাজ যোগাড় করে লেখাপড়ার খরচ চালাতে থাকেন। বাউবি থেকে এসএসসি পাশ করার পর প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি পেয়ে যান। তিনি অনার্স, মাস্টার্স করে কলেজের শিক্ষক হতে চান। তিনি পাহাড়ি অঞ্চলের গরিব মানুষকে তার উপার্জিত অর্থ থেকে কর্মমুখী লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে এগিয়ে আসতে চান।

পরেন জয় ত্রিপুরা বয়স ২৬ বছর। তিনিও বাউবির খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ স্টাডি সেন্টারের এইচএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী। তার স্ত্রী আনুমা মার্মাও এইচএসসির শিক্ষার্থী। বাউবি থেকে এসএসসি পাশ করার পর খাগড়াছড়ি শহরে শিশু শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত দুজনে মিলে একটি কোচিং সেন্টার চালু করেন। কোচিং সেন্টারের আয় থেকে নিজের এবং স্ত্রীর লেখাপড়ার খরচসহ পরিবারের খরচ চালান। তিনি তার কোচিং সেন্টারের গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পড়ান। পাশাপাশি একটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রও পরিচালনা করেন। বাউবির থেকেই উচ্চ শিক্ষা লাভ করে নিজের কোচিং সেন্টারের কলেবর বৃদ্ধি করবেন। তার কোচিং সেন্টারের শিক্ষার্থী এবং বয়স্ক শিক্ষার্থীদের বাউবির মাধ্যমে শিক্ষিত ও দক্ষ করে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে অবদান রাখতে চান। তিনি বলেন বাউবি না থাকলে নানা প্রতিকূল পরিবেশে লেখাপড়া করতে পারতামনা। বাউবি আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছে, বাউবি আমাদের স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান। নেইম্রা মারমা বয়স ৩০ বছর। খাগড়াছড়ি শহরে বসবাস করেন। বাউবির থেকে এইচএসসি ও বিএ/বিএসএস পাশ করেছেন। ছোট বেলা থেকেই ভালো ছাত্রী ছিলেন তবে হঠাৎ মায়ের মৃত্যু ও পারিবারিক কারণে ২০১০ সালে জেনারেল শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসির রেজাল্ট খারাপ হলে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। সাত ভাইবোনের মধ্যে নেইম্রা সবার ছোট। তার অন্যান্য ভাইবোনেরা সবাই প্রতিষ্ঠিত, মানষিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েন তিনি। স্থানীয় একজনের কাছে বাউবি সম্পর্কে শুনে বাউবির খাগড়াছড়ি উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রে যোগাযোগ করেন। সেখান থেকে উৎসাহিত হয়ে ভর্তি হন খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ স্টাডি সেন্টারে এইচএসসি প্রোগ্রামে। নতুন করে জীবন শুরু করেন। অদম্য সাহসিকতা নিয়ে সামান্য টাকা লোন করে পাশাপাশি শুরু করেন ছোট্ট কলেবরে আধুনিক রেস্টুরেন্ট ব্যবসা। নিজের লেখাপড়ার খরচ নিজেই যোগাড় করেন। বাউবি থেকে এইচএসসি পাশ করার পর মনোবল আরও বেড়ে যায়, ভর্তি হন বাউবির বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামে। রাত দিন পরিশ্রম করে যখনই সময় পেতেন কাজের ফাঁকে ফাঁকে রেস্টুরেন্টেই বাউবির বই নিয়ে বসতেন। দৃঢ়চেতা মনোবলের কারণে বাউবি থেকে ভালো রেজাল্ট নিয়ে বিএ/বিএসএস সম্পন্ন করেন। তিনি বাউবি থেকেই মাস্টার্স প্রোগ্রাম সম্পন্ন করতে চান। তিনি বলেন বাউবি আমার জীবনের জন্য

আশীর্বাদ। বাউবি না থাকলে কাজ করে লেখাপড়া করতে পারতামনা। নেইম্রা মারমা খাগড়াছড়িতে আধুনিক রেস্টুরেন্ট ব্যবসার একজন সফল উদ্যোক্তা। তার প্রতিষ্ঠিত স্বপ্নচূড়া রেস্টুরেন্ট ও বিনোদন পার্ক খাগড়াছড়ি শহরের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। বাউবির শিক্ষার্থীসহ খাগড়াছড়ির বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষার্থীই এখানে কাজ করে লেখাপড়া করছেন। প্রতিদিন তার প্রতিষ্ঠানে টুরিস্ট, শিক্ষার্থীসহ নানা শ্রেণির মানুষ আসেন। নেইম্রা তাদের বাউবির গল্প শোনান। সমাজের অসহায় মানুষের প্রতিষ্ঠান বাউবি। কাজ করে বাউবিতে লেখাপড়া করা যায়। বাউবির অনলাইন পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের লেখাপড়ার পথ সহজ করে আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। দেশের জিডিপির উন্নয়নে কাজ করতে চান তিনি। তার মতে বাউবির শিক্ষার্থীদের শ্রম ও ঘামে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে সহায়ক হয়েছে।

খাগড়াছড়ির শিক্ষার্থীরা বাউবির শিক্ষাকার্যক্রম প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ায় এবং বাউবিতে কর্মমুখী, গণমুখী ও জীবনব্যাপী শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার এর আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানায়। তারা বাউবির মাধ্যমে লেখাপড়া করতে পারায় দারুণ খুশি। তারা খাগড়াছড়িতে বাউবির মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালুর দাবি জানিয়েছে।

আঞ্চলিক কেন্দ্রের খবর

খুলনায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার এর এসএসসি পরীক্ষা পরিদর্শন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত এসএসসি (মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট) পরীক্ষা- চলাকালীন ২৬ মে ২০২৩ শুক্রবার বাউবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার খুলনার বি.কে. ইনস্টিটিউশন, রূপসা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সরকারি দৌলতপুর মুহসিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বাগেরহাট সরকারি উচ্চবিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

খুলনায় এসএসসি পরীক্ষা পরিদর্শন করছেন উপাচার্য

পরীক্ষাকেন্দ্রেগুলোতে প্রশাসন ও কেন্দ্রের দায়িত্ব পালনকারীদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি নকল মুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এবছরে ২২১ টি পরীক্ষাকেন্দ্রে একযোগে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে মোট ৪০ হাজার ১৪ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছেন। এর মধ্যে পুরুষ ২৫ হাজার ১ শত ৫১ জন এবং নারী ১৪ হাজার ৮ শত ৬৩ জন।

এছাড়া তিনি বাউবির খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি দ্রুততম সময়ে শিক্ষার্থী ও সেবা প্রার্থীদের সেবা প্রদানে আন্তরিক ও তৎপর হওয়ার নির্দেশনাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়ার পরামর্শ দেন। কর্মকর্তা, কর্মচারীদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয় ও অঙ্গীকার নিয়ে সকলকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহবান জানান।

খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্রে সিটিজেন চার্টার বিষয়ে অবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্রে বাউবির সিটিজেন চার্টার বিষয়ে অবহিতকরণ এবং আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে ১০ মার্চ ২০২৩ শুক্রবার এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সিটিজেন চার্টার সম্পর্কে বক্তব্য রাখছেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাউবির উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু। তিনি কর্মকর্তা কর্মচারীদের সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার এবং নাগরিক সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে আরও যত্নশীল ও তথ্য প্রদানে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের নির্দেশ দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক পরিচালক সেখ সোহেল আহমেদ।

মতবিনিময় করছেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু

এর আগে তিনি খুলনার আহসান উল্লাহ কলেজ ও সরকারি দৌলতপুর মুহসিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্টাডি সেন্টার পরিদর্শন করেন এবং স্টাডি সেন্টারের সমন্বয়কারী ও টিউটরদের সাথে বাউবির নানা কার্যক্রম নিয়ে মতবিনিময় করেন।

যশোরে উপাচার্যের এসএসসি পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত এসএসসি (মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট) পরীক্ষা-২০২৩ চলাকালীন ২৭ মে ২০২৩ শনিবার বাউবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার যশোরের

যশোরে এসএসসি পরীক্ষা পরিদর্শন কছেন উপাচার্য

মধুসূদন তারাপ্রসন্ন বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এসময় যশোর আঞ্চলিক কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক বিষ্ণপদ ভৌমিক উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য পরীক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্ব পালনকারীদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের নির্দেশ প্রদান করেন। পরে তিনি পরীক্ষাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সমন্বয়কারী ও টিউটরদের সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে উপাচার্য বাউবির উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা তুলে ধরেন। এছাড়াও তিনি বাউবির সকল পরীক্ষা নকল মুক্ত পরিবেশে গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

পরে তিনি বাউবির যশোর আঞ্চলিক কেন্দ্র পরিদর্শন এবং কর্মকর্তা ও কমর্চারীদের সাথে মতবিনিময় করেন। মাননীয় উপাচার্য যশোর আঞ্চলিক কেন্দ্রে পৌঁছালে আঞ্চলিক কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপাচার্যকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। উপাচার্য মতবিনিময়কালে দ্রুততম সময়ে শিক্ষার্থীদের সেবা প্রদানে আন্তরিক ও তৎপর হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি সেবা বান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সেবা নিশ্চিত এবং শিক্ষার্থী বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কর্মকর্তা, কমর্চারীদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের আহবান জানান।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সকলকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে - অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সকলকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। মাননীয় উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন ২৯ মে ২০২৩ সোমবার ঝিনাইদহ উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময়কালে এ কথা বলেন। তিনি বাউবির সেবা প্রান্তিক পর্যায়ে জনগণের মাঝে পৌঁছে দেওয়া এবং মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম আরও গতিশীল করার নির্দেশনা দেন। এর আগে তিনি ২৮ মে ২০২৩ রবিবার বিকেলে যশোর আঞ্চলিক কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

ঝিনাইদহ উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময়কালে উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন।

তিনি সেবা বান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীদের সেবা নিশ্চিত এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মতবিনিময়কালে যশোর আঞ্চলিক কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক বিষ্ণুপদ ভৌমিক, ঝিনাইদহ উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রধান এমএস শাহনাজ ফেরদৌস এবং কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, নড়াইল, মাগুরা ও চুয়াডাঙ্গা উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রধানগণসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যশোর আঞ্চলিক কেন্দ্রের সেবা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম

এক টেবিলে সকল সেবা: দ্রুত এবং সহজে শিক্ষার্থী সেবা নিশ্চিকরণের জন্য যশোর আঞ্চলিক কেন্দ্র সপ্তাহে একদিন (বুধবার) এক টেবিলে সকল সেবা কার্যক্রম শুরু করেছে। প্রতি বুধবার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী শিক্ষার্থী কর্নারে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রদান থেকে শুরু করে সকল ধরনের সেবা এক জায়গা থেকে প্রদান করা করা হয়ে থাকে।

একটেবিলে শিক্ষার্থী সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

সততা ক্যান্টিন: যশোর আঞ্চলিক কেন্দ্রে দূও দূরান্ত থেকে আগত সেবাপ্রার্থীদের রি-ফ্রেসমেন্ট এর জন্য আঞ্চলিক কেন্দ্রের শিক্ষার্থী কর্নারে সততা ক্যান্টিন স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষার্থী ও সেবাপ্রার্থীরা নিজেরাই তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্যান্টিন থেকে সংগ্রহ করেন এবং ক্যাশ বক্সে উপকরণের মূল্য পরিশোধ করেন।

সেবাপ্রার্থী সততা ক্যান্টিন থেকে পণ্য কিনে বিল পরিশোধ করছেন।

কল-মি বেল: আঞ্চলিক কেন্দ্রে হয়রানি মুক্ত সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য শিক্ষার্থীদের আঞ্চলিক পরিচালকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের জন্য আঞ্চলিক কেন্দ্রের শিক্ষার্থী কর্নারে একটি কলিং বেল স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা সেবা পেতে কোনো সমস্যায় পড়লে বেলের সুইচ চাপলে বেল বাজবে আঞ্চলিক পরিচালকের কক্ষে। বেল বাজলে আঞ্চলিক পরিচালক তাৎক্ষণিক শিক্ষার্থী কর্নারে এসে শিক্ষার্থীর সমস্যা শুনে সমাধান করে থাকেন। বেল ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা শিক্ষার্থী কর্নারে প্রদর্শন করা আছে।

একজন সেবাপ্রার্থী "কল-মি বেল" ব্যবহার করছেন।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় শীর্ষক কর্মশালা

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যশোর আঞ্চলিক কেন্দ্রের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে "চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়, প্রেক্ষিত: উন্মুক্ত শিক্ষার বাস্তবায়ন ও প্রসার" শীর্ষক এক অনলাইন (জুম) কর্মশালা ১৪ জুন ২০২৩ বুধবার সন্ধ্যা ৭.৩০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার প্রধান অতিথি বাউবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সুস্থ জাতি গঠণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি শিক্ষা কারিকুলাম যুগপোযোগী করণের তাগিদ দেন। বিশেষ অতিথি উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সকলকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনের পরামর্শ দেন। বাউবি ইনোভেশন টিমের সভাপতি এবং ট্রেজারার ও স্কুল অব বিজনেসের ডিন অধ্যাপক মোস্তাফা আজাদ কামাল নতুন নতুন জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার আহবান জানান।

কর্মশালায় মূখ্য আলোচক হিসেবে বিষয়ের ওপর বিশ্লেষণধর্মী আলোকপাত করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রামের কনসালটেন্ট, উপসচিব আবু সালেহ মোঃ মাহফুজুল আলম। যশোর আঞ্চলিক কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক বিষ্ণুপদ ভৌমিক এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় বাউবির বিভিন্ন স্কুলের ডিন, শিক্ষক, বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকগণ, আঞ্চলিক কেন্দ্রের পরিচালকগণ, উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রধানগণ, বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণ, স্টাডি সেন্টারের সমন্বয়কারী ও টিউটরগণ যুক্ত ছিলেন।

কুমিল্লা আঞ্চলিক কেন্দ্রে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

সেবার মানোন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ড আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে 'তথ্য অধিকার আইন : বাস্তবতা ও করণীয়' শীর্ষক জনঅবহিতকরণ প্রশিক্ষণ কর্মশালা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কুমিল্লা আঞ্চলিক কেন্দ্রে ২২ মার্চ ২০২৩ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বাউবির কুমিল্লা আঞ্চলিক কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক টি এম আহমেদ হুসেইন। রিসোর্সপার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান কাজী এম আনিছুল ইসলাম। প্রধান আলোচক ছিলেন দৈনিক ইনকিলাবের স্টাফ রিপোর্টার সাদিক মামুন।

প্রশিক্ষণে রিসোর্সপার্সন আনিছুল ইসলাম বলেন, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তথ্যের আবশ্যকতা রয়েছে। তথ্য পাওয়ার অধিকার তখনই প্রতিষ্ঠা পায় যখন আমরা সবাই সচেতন থাকবো। বাউবিতে নানা শ্রেণি পেশার বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীগণ অধ্যয়ন করেন এবং কর্মজীবী মানুষ সঠিক তথ্যের প্রত্যাশা করেন যাতে তারা হয়রানির শিকার না হন। এই তথ্য বা সেবা প্রদানে বাউবি চমৎকার পারফরমেন্স দেখিয়ে যাচ্ছে।

প্রধান আলোচক দৈনিক ইনকিলাবের স্টাফ রিপোর্টার সাদিক মামুন

কর্মশালার প্রধান আলোচক সাদিক মামুন বলেন, প্রত্যেক নাগরিকেরই অবাধ তথ্য জানার মৌলিক অধিকার রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশের সরকারের নানা কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সুশাসন, টেকসই উন্নয়নের একমাত্র চাবিকাঠি হচ্ছে তথ্যের অবাধ প্রবাহ। জনগণ ও প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ শেষে বাউবির তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রচারিত তথ্য অধিকার বিষয়ক ব্যানার প্রদর্শনপূর্বক আগত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

কুমিল্লা আঞ্চলিক কেন্দ্রে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ ও মতবিনিময়

কুমিল্লা সেনানিবাসে বাউবির নিশ-১ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের মাঝে বাউবির প্রোমোশনাল কাজের অংশ হিসেবে লিফলেট বিতরণ করেন কুমিল্লা আঞ্চলিক কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক জনাব টি এম আহমেদ হুসেইন।

বাউবি কর্তৃপক্ষ তৃতীয় লিঙ্গের (হিজড়া সম্প্রদায়) সদস্যদের জন্য বাউবির বিভিন্ন প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যদের জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রামে ভর্তি ফিতে ৬০% ছাড় দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়টি অবহিতকরণ এবং শিক্ষার মূল স্রোতে এনে তাদেরকে কর্মমুখী করার উদ্দেশ্যে তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যদের কুমিল্লা অঞ্চলের অফিসে উপস্থিত হয়ে বাউবির কুমিল্লা আঞ্চলিক কেন্দ্রের মতবিনিময়। কুমিল্লা আঞ্চলিক কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক জনাব টি এম আহমেদ হুসেইনসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যদের এ সময় বাউবিতে ভর্তির বিষয়ে উৎসাহিত করা হয় এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নে পড়াশোনার গুরুত্ব বিষয়ে আলোকপাত করেন।

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর অনেক সদস্য বাউবির বিভিন্ন প্রোগ্রামে পড়াশুনা করছেন। পুলিশ সদস্যদের বিভিন্ন প্রোগ্রামে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে অধিকতর উৎসাহিতকরণকল্পে কুমিল্লার কোতয়ালী থানার পুলিশ সদস্যদের মাঝে কুমিল্লা আঞ্চলিক কেন্দ্রের লিফলেট বিতরণ।

উপাচার্যের রাজবাড়ি উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের অধিগ্রহণকৃত জমি পরিদর্শন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার ০৪ মে ২০২৩ বৃহস্পতিবার বাউবির রাজবাড়ি উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের নিজস্ব ভবন স্থাপনের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমি পরিদর্শন করেন। এর আগে তিনি উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন বিষয় ধৈর্য সহকারে শুনেন এবং বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয় ও অঙ্গীকার নিয়ে সকলকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহবান জানান।

ফরিদপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রে তথ্য অধিকার আইন ও জনঅবহিতকরণ প্রশিক্ষণ কর্মশালা

তথ্য অধিকার আইন: বাস্তবতা ও করণীয় শীর্ষক জনঅবহিতকরণ প্রশিক্ষণ কর্মশালা ফরিদপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রে ৭ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক পরিচালকের মো: মাহফুজ উল আলমের সভাপতিত্বে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মুখ্য রিসোর্সপার্সন হিসেবে ফরিদপুর জেলার সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা জনাব মুহাম্মদ আমীরুল

আজম ও বিশেষ রিসোর্সপার্সন হিসেবে দৈনিক ভোরের রানার এর স্টাফ রিপোর্টার জনাব মনিরুজ্জামান মনির উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় রিসোর্সপারসনগণ

উক্ত প্রশিক্ষণে ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন প্রোগ্রামের সমন্বয়কারী, টিউটর, শিক্ষার্থীসহ আঞ্চলিক কেন্দ্রের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

কিশোরগঞ্জ উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের জমি অধিগ্রহণ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কিশোরগঞ্জ উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের নিজস্ব ভবন স্থাপনের জন্য অধিগ্রহণকৃত ভূমির দখল ও হস্তান্তর নামা ২২ মার্চ ২০২৩ বুধবার কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে বাউবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার এর কাছে হস্তান্তর করেছেন। কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলায় লতিফাবাদ মৌজায় বাউবির জন্য ০.৪০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়। ভূমির হুকুম দখল ও হস্তান্তর নামার কাগজপত্র গ্রহণের মাধ্যমে বাউবির কিশোরগঞ্জ উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য নিজস্ব ভবন স্থাপনের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা সফল হওয়ায় উপাচার্য স্থানীয় প্রশাসনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি এ সময় স্থানীয় প্রশাসনের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। উপাচার্য বলেন, বাউবি প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের কাছে শিক্ষাসেব পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। সে লক্ষ্যেই জনগণের দোরগোড়ায় বাউবির সেবা পৌঁছে দিয়ে শিক্ষার মহাসোপানে ফিরিয়ে এনে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করে যাচ্ছে। বাউবি সবার জন্য উন্মুক্ত কর্মমুখী, গণমুখী ও জীবনব্যাপী শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃজনে শিক্ষা সুবিধা বিস্তরণ করে চলেছে।

সার্কিট হাউসে মতবিনিময় শেষে উপাচার্য বাউবির কিশোরগঞ্জ উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং কর্মকর্তা, কমর্চারী সমন্বয়কারী ও টিউটরদেরদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন বিষয় ধৈর্য সহকারে শুনেন এবং বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয় ও অঙ্গীকার নিয়ে সকলকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহবান জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার এর কাছে অধিগ্রহণকৃত জমির হুকুম দখলনামা হস্তান্তর করছেন কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ।

এ সময়ে বাউবির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ মঞ্জুরুল হক, কিশোরগঞ্জ উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রধান জনাব মোঃ আশরাফুল হাসান, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড এস্টেট বিভাগের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ হারুনুর রশীদ, নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ কায়সার ও উপাচার্যের সহকারী একান্ত সচিব জনাব মো: আবু কায়সার উপস্থিত ছিলেন।

শোক বার্তা

ড. মোঃ আব্দুর রশীদ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান মানবিক ও ভাষা স্কুলের সাবেক অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) ও ডিন ড. মোঃ আব্দুর রশীদ (৭০) ট্রেন দূর্ঘটনায় ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ মঙ্গলবার রাত ১০টা ১৫ মিনিটে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি ১ পুত্র ১ কন্যা ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

ড. মোঃ আব্দুর রশীদ এর মৃত্যুতে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার গভীর শোক প্রকাশ করেন। মাননীয় উপাচার্য মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান।

ড. মোঃ আব্দুর রশীদ এর মৃত্যুতে উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, ট্রেজারার অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল ও রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

এছাড়াও সামাজিক বিজ্ঞান মানবিক ও ভাষা স্কুলের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ড. মোঃ আব্দুর রশীদ এর প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত।

শোক বার্তা

সফিকুল ইসলাম

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রংপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রে কর্মরত নিম্নমান সহকারী জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম (৫১) আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ভোর ৫ টায় রংপুরে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ১ কন্যা ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

সফিকুল ইসলাম এর মৃত্যুতে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, ট্রেজারার অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল ও রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

এছাড়াও রংপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সফিকুল ইসলাম এর প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত।

শোক বার্তা

শহিদুল ইসলাম

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড এস্টেট বিভাগের প্লাম্বার জনাব শহিদুল ইসলাম (৪৬) ০৯ মার্চ ২০২৩ বেলা ২:৩০ মিনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র, ২ কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

জনাব শহিদুল ইসলাম এর মৃত্যুতে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার, এর মৃত্যুতে উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, ট্রেজারার অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল ও রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ জনাব শহিদুল ইসলাম এর প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত।

শোক বার্তা

রাব্বেল হক

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজশাহী আঞ্চলিক কেন্দ্রের গাড়ী চালক জনাব মোঃ রাব্বেল হক (৪৫) ২৮ মার্চ ২০২৩ সকাল ১১:০০ টায় রাজশাহীতে এক সড়ক দূর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয় ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

রাব্বেল হক এর মৃত্যুতে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, ট্রেজারার অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল ও রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

এছাড়াও রাজশাহী আঞ্চলিক কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ রাব্বেল হক এর প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত।

শোক বার্তা

মিজানুর রহমান

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগের নিম্নমান সহকারী মোঃ মিজানুর রহমান (৫০) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯ জুন ২০২৩ রাত ৯:১৫ মিনিটে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয় ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র, ১ কন্যা ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মিজানুর রহমান এর মৃত্যুতে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নাসিম বানু, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, ট্রেজারার অধ্যাপক মোস্তফা আজাদ কামাল ও রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

এছাড়াও প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ মিজানুর রহমান এর প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত।